আবুল আহসান চৌধুরী

সুফিয়া কামাল

অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

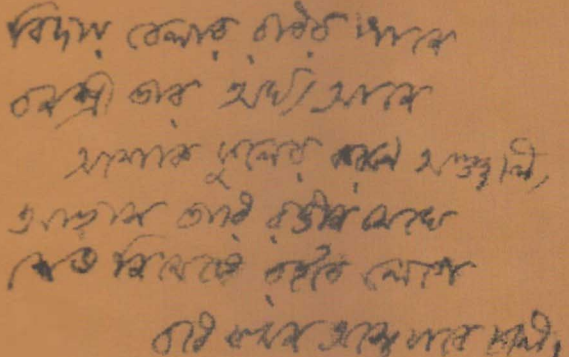

সুফিয়া কামালকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী

ISBN 978 984 8765 50 X

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, নারীকল্যাণে অবদান ও প্রতিবাদী সামাজিক ভূমিকার জন্য সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯) স্মরণীয় হয়ে আছেন। একজন সাধারণ ঘরোয়া নারী কেমন করে সংগ্রামের পতাকা বহন করে রাজপথে সাহসী মিছিলে শামিল হতে পারেন, সুফিয়া কামাল তার দৃষ্টান্ত। এই আন্তরিক আলাপচারিতায় তিনি নিজের জীবনের সূচনাকাল থেকে প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এর মধ্যে ধরা পড়েছে একজন বহুমাত্রিক মানুষের জীবনছবি আর তাঁর কালের ইতিহাসভাষ্য। সুফিয়া কামালের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে সংযুক্ত হলো তাঁর লেখা এবং তাঁকে লেখা ২৩টি চিঠি। চিঠিগুলোতেও দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তাঁর সমাজ ও মানবিক ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : পলাশ খান

আবুল আহসান চৌধুরী

জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩ কুষ্টিয়ার মজমপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ (অনার্স), এমএ ও পিএইচডি। ৩২ বছর ধরে অধ্যাপনা পেশায় যুক্ত। বর্তমানে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। মূলত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সমাজমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দুষ্প্রাপ্য ও অজ্ঞাত উপকরণ সংগ্রহ, উদ্ধার ও তা ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর লালন সাঁই, কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেন-বিষয়ক গবেষণাকাজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত। গবেষণায় বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন ২০০৯ সালে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৭০।

প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

সুফিয়া কামাল

অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

সুফিয়া কামাল

একুশের আত্মভাষা

ভূমিকা-সম্পাদনা-আলাপ

আবুল আহসান চৌধুরী

প্রথমা
প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পৌষ ১৪১৮, ডিসেম্বর ২০১১
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৬, একুশে বইমেলা ২০১০
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৬০ টাকা

Sufia Kamal : Antorango Atmobhashaya
by Abul Ahsan Chowdhury
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8110081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 160 only

ISBN 978 984 8765 50 X

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মরমি ও দ্রোহী
রোকেয়া স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ প্রসঙ্গে

২০১০ সালের একুশে বইমেলায় *সুফিয়া কামাল : অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য* বইটি প্রকাশিত হয় এবং খুব কম সময়েই ফুরিয়ে যায়। আমাদের সমাজে কবি সুফিয়া কামাল সম্পর্কে শ্রদ্ধা আর আগ্রহের যে অভাব নেই, এ কথাও বেশ বোঝা যায়। এই বছর (২০১১) তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হলো। সে উপলক্ষেই মূলত বইটির শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ।

এই সংস্করণের শেষ প্রচ্ছদে সুফিয়া কামালকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আশীর্বাণী মুদ্রিত হলো। এটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত এবং অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবালের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এ ছাড়া সুফিয়া কামালের নিজের লেখা ও তাঁকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি এবং সেই সঙ্গে দুটি ছবিও সংযোজনের সুযোগ মিলেছে তাঁর দুই মেয়ে সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামালের সৌজন্যে। এ বিষয়ে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কাছেও আমরা ঋণ স্বীকার করি। এই শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশে প্রথমা প্রকাশনের আগ্রহ ও আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই *প্রথম আলো* পরিবারের শ্রদ্ধেয় মতিউর রহমান, জাফর আহমদ রাশেদ ও কাজল রশীদকে।

কবি সুফিয়া কামালের চেতনা, বিশ্বাস ও সৃষ্টি মানুষকে সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দের পথে নিয়ে যাক, তাঁর জন্মশতবর্ষে এ-ই আমাদের কামনা।

আবুল আহসান চৌধুরী
২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

সুফিয়া কামাল আমাদের সমাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন মূলত সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, নারীকল্যাণ ও প্রতিবাদী সামাজিক ভূমিকার জন্য। এ দেশে নারীর সার্বিক বিকাশের পথের বাধা দূর করতে তাঁর দীক্ষাদাত্রী রোকেয়ার মতোই আজীবন নিরলস কাজ করার পাশাপাশি একদল দায়বদ্ধ অনুগামীও তৈরি করে গেছেন। একজন সাধারণ ঘরোয়া রমণী অন্তরের অনুরোধে ও কালের দাবিতে কেমন করে সংগ্রামের পতাকা বহন করে রাজপথে সাহসী মিছিলে শামিল হতে পারেন—সুফিয়া কামাল তার দৃষ্টান্ত। তাঁর এই আলাপচারিতায় রূপান্তরিত বহুমাত্রিক এক মানুষের ছবি যেন ফুটে ওঠে।

এই সাক্ষাৎকার বাংলা একাডেমীর *উত্তরাধিকার* (আগস্ট ২০০৯) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় একাডেমীর মহাপরিচালক শ্রদ্ধেয় শামসুজ্জামান খানের আগ্রহ ও সৌজন্যে। এই আলাপচারিতা বেশ পাঠক-সমাদর লাভ করে এবং সহৃদয় পাঠক তাঁদের প্রতিক্রিয়া এই পত্রিকার মাধ্যমে জানান। কেউ কেউ এটি বই হিসেবে প্রকাশ করার পরামর্শও দেন। প্রথমা প্রকাশনের সৌজন্যে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা বাস্তবায়িত হলো। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি *প্রথম আলো* পরিবারের মতিউর রহমান, সাজ্জাদ শরিফ, অরুণ বসু, অশোক কর্মকার, রাশেদুর রহমান, জাফর আহমদ রাশেদ ও তপন বাগচীর কথা। শ্রদ্ধেয় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এ বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। তথ্য ও ছবির জন্য ঋণ স্বীকার করি সুফিয়া কামাল-পরিবার ও মালেকা বেগমের কাছে।

সুফিয়া কামালের জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হবে সামনের বছরে। এ বই হোক সেই আসন্ন জন্মশতবর্ষের আগাম স্মারক।

আবুল আহসান চৌধুরী
২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

প্রবেশক	১১
আলাপ-পর্ব	২৭
চিঠিপত্র	৮১
জীবনপঞ্জি	১০৬
গ্রন্থপঞ্জি	১১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৩, মস্কোতে সুফিয়া কামাল

প্রবেশক

শতবর্ষ আগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাঙালি মুসলমান নারীর দুরবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন :

> পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। [*মতিচূর*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩১৪]।

অবরোধবাসিনী মুসলিম রমণীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে রোকেয়া আক্ষরিক অর্থেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নারীজাগরণের এই অগ্রদূতীর কাজ দুটি ধারায় প্রবহমান ছিল : সমাজকর্ম ও সাহিত্যচর্চা। তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও ছিল বহুমুখিতা, যার কেন্দ্রে ছিল নারীশিক্ষার আয়োজন। এর পাশাপাশি মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তির মেয়েদের ভাগ্যের উন্নয়ন, এমনকি পতিতা পুনর্বাসনের প্রয়াসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাঁর লেখার প্রধান অংশই ছিল নারীসমাজের দুর্দশা-দুঃখের বিবরণ, এর কারণ বিশ্লেষণ এবং প্রতিকার অন্বেষণ ও নির্দেশ। বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রেরণার বশে তিনি কলম ধরেননি। বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি, ছিলেন আশাবাদীও—তাই নারীর ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন—তবু শাস্ত্রের ভীতি, সমাজের শাসন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। কাল বিরোধী থাকলেও অনুগামী-পরিকর হিসেবে পেয়েছিলেন একদল আদর্শব্রতী শিকলছেঁড়া বয়ঃকনিষ্ঠ সমলিঙ্গের মানুষকে, সমকালে যাঁরা তাঁর সহায়ক ছিলেন—উত্তরকালে তাঁর আদর্শের পতাকা বহন করেছেন। সেই একগুচ্ছ নামের মধ্যে বোধ করি সুফিয়া কামালই (১৯১১-১৯৯৯) তাঁর চেতনা ও কর্মের সবচেয়ে যোগ্য ও সার্থক উত্তরসূরি।

দুই

সুফিয়া কামালের জীবনে রোকেয়ার অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়—পরিবার-পরিবেশে, আদর্শ-ব্রতে, শোকে-দুর্ভাগ্যে, স্বীকৃতি-সাফল্যে। সুফিয়া কামাল জন্মেছিলেন সেকালের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে—মানুষ হয়েছিলেন অভিজাত সামন্ত-পরিবারে। পিতৃকুলের বসতি ছিল ত্রিপুরা জেলার শিলাউর গ্রামে। কিন্তু সংসারবিরাগী সাধক-পিতার আকস্মিক অন্তর্ধানে সেখানে তাঁদের আর বাস করা হয়নি। বরিশালের শায়েস্তাবাদে মাতামহের পরিবারেই তাঁর বেড়ে ওঠা। এই খানদানি নবাব পরিবারে উদার হাওয়ার পাশাপাশি রক্ষণশীলতার আঁধারও ছিল। ধীরে ধীরে এই সব অন্তরায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চয় করে, সুযোগের যোগ্য ব্যবহার করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। রোকেয়ার মতো তিনিও ছিলেন স্বশিক্ষিত। কৈশোরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবারিক শোক-তাপ সইতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বরিশালের এই সম্পন্ন-সম্ভ্রান্ত-সম্পদশালী পরিবারকে আকস্মিকভাবে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। তারপর শুরু হয় কলকাতায় এক অনিশ্চিত নতুন জীবন। কিন্তু এই মহানগরেই তাঁর ছকে বাঁধা আটপৌরে জেনানা ফাটকের জীবন পাল্টে যায়। 'বেগম রোকেয়ার দারুণ প্রভাব আমার জীবনে'—আক্ষরিক অর্থেই সত্য তাঁর এই উক্তি। উত্তরকালে তাই সেই ঋণ-স্বীকারের জন্যই *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'নিত্য স্মরণীয়া/ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের/ পুণ্য নামে'।

রোকেয়া-স্মরণে নানা সময়ে রচনা করেন বেশ কয়েকটি কবিতা। তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা—এই 'আলোকের পাখী'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন :

তিমির বিদারি আলোকের পাখী
বাহিরিয়া এল প্রভাত লয়ে,
পাখাসঞ্চারি আলো-তরঙ্গে
জাগরণী গান কণ্ঠে বয়ে,
বারতা পাঠাল গৃহদ্বারে দ্বারে
ঘুমভাঙা-সুর প্রভাতী-গানে
কত বন্দিনী পাখীরা তাকাল
দূর সেই সুর আলোক পানে।
বন্দিনী যত নন্দিনী তব
মুক্ত আলোর লভুক স্বাদ,
জাগায়ে তুলিল প্রাণের বন্যা
টুটাল আঁধার তিমির বাঁধ।
সেই মহিয়সী পল্লীবালার
প্রাণ প্লাবনের আঘাতে ভাসি
অন্ধকারার প্রাচীরের তলে
প্রদীপের শিখা উঠিল হাসি।
অগ্নিদহনে জীবন তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাহন করিয়া জ্বেলেছ আলো
করেছ উজল অঙ্গন তব
নাশিয়া সকল আঁধার কালো।

রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগ জীবনবিকাশের এক নতুন দুয়ার খুলে দেয়—বদ্ধ খাঁচার পাখি ক্রমে মুক্ত আকাশে ডানা মেলতে শেখে। আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর তমসাঘন ভুবন। বৃত্তাবদ্ধ জীবনকে অগ্রাহ্য করে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন—হয়ে ওঠেন রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা ভাব-ভাবনার এক অনুগত-উদীপ্ত অনুসারী।

বঞ্চিত-অনাদৃত-উপেক্ষিত-পীড়িত নারীর জীবনকে আলোর স্পর্শে জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি রোকেয়ারই মতো কলম ধরেন—সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দের অন্বেষণে যাত্রা শুরু হয় সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের স্নেহ-সান্নিধ্য তাঁর জীবনের অমূল্য পাথেয়। তাঁর সাহিত্যচর্চায় এই দুই যুগন্ধর কবির প্রেরণা ও আনুকূল্যের কথা বারবার স্মরণ করতে হয়। এরই মাঝখানে আরেকজন এসে দাঁড়ান—তিনি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক—বাঙালি মুসলমান নারীর জাগরণে যাঁর ভূমিকার কথা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। রোকেয়ার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন সমাজের কাজে, রবীন্দ্র-নজরুলের কাছ থেকে প্রেরণা পান সাহিত্যচর্চার, আর লেখার জগতে বিকশিত হয়ে ওঠেন *সওগাত*-এর সৌজন্যে। রোকেয়ার মতো তাঁরও জীবনের দুটি ধারা সমান্তরাল বয়ে চলেছে: সমাজ আর সাহিত্য।

তিন

'কবি' অভিধা সুফিয়া কামালের নামের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও কবিতা নয়, গদ্য রচনা দিয়েই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি গল্প। তাঁর প্রথম বইও গল্পের, নাম—*কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭)। এরপর অবশ্য গদ্যচর্চায় আর বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি—মাত্র তিনটি বই বেরিয়েছিল—ভ্রমণকথা *সোভিয়েটের দিনগুলি* (১৯৬৮), স্মৃতিচর্চা *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮) ও দিনপঞ্জি *একাত্তরের ডায়েরী* (১৯৮৯)। কবিতার বইয়ের সংখ্যা এগারোটি—এর মধ্যে *ইতলবিতল* (১৯৬৫) ও *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১) শিশুতোষ কবিতার সংকলন। কবি বেনজীর আহমদের সৌজন্যে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮) কবি হিসেবে তাঁর জন্য সমাদর ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। এই বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল এ রকম :

> তোমার কবিতা আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা।

সাঁঝের মায়া সম্পর্কে নজরুল বলেছিলেন :

> 'সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতই যেমন বিষাদ-ঘন, তেমনি রঙ্গীন—গোধূলীর রংয়ের মত রঙ্গীন। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুক্লা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনাপুঞ্জিত অন্ধকারের, বিষাদের প্রয়োজন আছে। নিশীথ-চম্পার পেয়ালায় চাঁদিনীর শিরাজী এবার বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, 'সাঁঝের মায়া'ই তার অনুপম নিদর্শন।

এরপর একে একে বের হয় : *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *দীওয়ান* (১৯৬৬), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৬৮), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০), *মোর যাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২)—বইটি পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে *Where my darlings lie buried* নামে ইংরেজিতে তরজমা হয়। প্রকাশ পেয়েছে *স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন* (১৯৭৬)। সুখের কথা, বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাডেমী তাঁর রচনাবলি প্রকাশে মনোযোগী হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রথম খণ্ড (আষাঢ় ১৪০৯) বেরিয়েও গেছে। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতা ও অন্যান্য রচনার সংখ্যাও কম নয়। প্রণয় ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। চকিতে দেশ-মাটি-মানুষও দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। ধর্মীয় ঐতিহ্য কিংবা ব্যক্তি-প্রশস্তিও তাঁর কবিতায় নিয়েছে স্থান করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চেতনায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, শোক-অশ্রু-বিষাদ—এর পরিচয় মেলে *মোর যাদুদে সমাধি পরে* কাব্যগ্রন্থে। স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন (১৯৭৬)-এর ভূমিকায় আবুল ফজল যে কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর কবিতার প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় :

> আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল এক অবিস্মরণীয় নাম। এত দীর্ঘকাল ধরে একটানা আমাদের অন্য কোন মহিলা কবিতাচর্চা করেছেন কিনা সন্দেহ। কবি কেন, সব লেখকেরই রয়েছে দ্বৈত ভূমিকা—একটি নিজের প্রতি আর একটি নিজের দেশ আর সমাজের প্রতি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতি। সর্ব অবস্থায় সুফিয়া কামাল যুগপৎ এই দুই ভূমিকাই পালন করে এসেছেন।

সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সাময়িকপত্র সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বাঙালি মুসলমান নারীদের প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক *বেগম*-এর সূচনালগ্নের সম্পাদক ছিলেন ১৯৪৭-এ দেশভাগের কিছু আগে। ১৯৪৯-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সুলতানার* যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দেশ ও বিদেশে নানা পুরস্কার-সম্মাননা-স্বীকৃতিও লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৯৭), জাতীয় কবিতা পরিষদ সম্মাননা (১৯৯৫), বেগম রোকেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণপদক (১৯৯৭) এবং স্বাধীনতা পদক (১৯৯৮)। বিদেশে সংগ্রামী নারী পুরস্কার (চেকোস্লোভাকিয়া, ১৯৮১), মেম্বার অব কংগ্রেস সনদ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৯) লাভ এবং ১৯৭০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

চার

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সুফিয়া কামাল কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। এর পর থেকে তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। একদিকে রোকেয়ার আদর্শে নারীসমাজের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করেন, অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন। কলকাতায় যেমন রোকেয়ার সান্নিধ্য ও প্রেরণা তাঁকে পথনির্দেশ করেছিল, ঢাকায় তেমনি লীলা নাগ-আশালতা সেন—এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সামাজিক কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। তাঁর এই কাজ সাংগঠনিকভাবে নতুন মাত্রা পায় মহিলা পরিষদের (১৯৭০) মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন এর সভানেত্রী, আমৃত্যু পালন করে গেছেন এই দায়িত্ব। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সব সময়ই তিনি পালন করেছেন নির্ভীক দিশারির ভূমিকা। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সক্রিয় সাহসী ভূমিকা পালন করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, রবীন্দ্রবর্জনের সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিবাদ হিসেবে সরকারি খেতাব বর্জন, সত্তরের প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনসহ সব কর্মসূচিতে মহিলাদের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দান—তাঁর সমাজ ও স্বদেশমনস্ক বিবেকী চেতনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনে সুফিয়া কামাল

স্মারক। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর কর্মকাণ্ড ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন মাত্রা পায়। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে শত সংকটেও তিনি সক্রিয় সাহসী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত স্বৈর-সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম-প্রতিবাদও কখনো থেমে থাকেনি।

শুধু আন্দোলন-সংগ্রামেই নয়, প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং এর নেতৃত্ব প্রদানেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সময়োপযোগী ভূমিকার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সূচনা হয়েছিল বরিশালে 'মাতৃমঙ্গল'-এর মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা আরও গাঢ় হয় রোকেয়ার সান্নিধ্যে এসে তাঁর 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এই দীক্ষার আলোকেই দেশভাগের পর ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনে লীলা নাগের নেতৃত্বে শান্তি কমিটির সঙ্গে কাজ শুরু করেন। ১৯৫১ সালে 'ঢাকা শহর শিশুরক্ষা সমিতি' ও ১৯৫৪ সালে 'ওয়ারী মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও এর সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া দেশের বেশ কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রেরণা-পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নেতৃত্ব বর্তায় তাঁর ওপরেই। তাঁর ঢাকার তারাবাগের বাসার চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা' (১৯৫৬)। তাঁর উদ্যোগেই ঢাকায় গঠিত হয় 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি' (১৯৬০)। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনেও (১৯৬১) তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা অজানা নয়। এ দেশের সুস্থ সংস্কৃতি ধারার বিকাশে ও বাঙালি সংস্কৃতির লালনে ছায়ানটের (১৯৬১) ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের সঙ্গেও তিনি যুক্ত এবং এর প্রথম সভানেত্রীর দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিরও তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সভানেত্রী (১৯৬৫)। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল—আর তাই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উৎসবে তিনি ১৯৬৬ সালে মস্কোয় যান। এই দেশ থেকেই লাভ করেন বিশেষ সম্মাননা (১৯৭০)। *সোভিয়েটের দিনগুলি* (১৯৬৮) সেই লেনিনের দেশ সফরের অন্তরঙ্গ চালচিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ সালে 'মহিলা পরিষদ' গঠন তাঁর আরেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। 'রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ' (১৯৮২) কিংবা 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' (১৯৮৮)-এর মতো বিপরীত মেরুর প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে তাঁর মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও কর্মপরিধি সম্পর্কে সহজেই একটি ধারণা অর্জন করা যায়। যে দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা ভীতি ও প্রলোভনে নিয়ন্ত্রিত, সে দেশে সুফিয়া কামালের মতো বিবেকী মানুষকে নিঃসঙ্গ পথিকের মতোই পথ চলতে হয়।

পাঁচ

দেশের মানুষের কাছে সুফিয়া কামালের একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সাধারণের মধ্যে অসাধারণ—সমাজের আটপৌরে গতানুগতিকতার মধ্যে ব্যতিক্রমী। তাঁর কোমল-পেলব-স্নেহময়ী রূপের আড়ালে ছিল বজ্রের বাণী। 'জননী সাহসিকা'—এই হলো তাঁর চরিত্রের যোগ্য অভিধা। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও অর্জনের স্বরূপ কেমন, তা বেশ বুঝতে পারা যায়, আনিসুজ্জামান যখন বলেন :

> আমাদের সমাজে অনুকরণীয় মানুষের বড় অভাব। কবি সুফিয়া কামালকে দেখিয়ে আমরা বলতে পারি, একে অনুসরণ করো। মহৎ মানুষ, আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, বিবেকবান মানুষ, সৎ মানুষের উদাহরণ দিতে গেলে বলতে পারি। আমাদের মধ্যে তিনি থাকলে আমরা সাহস পাই, প্রেরণা লাভ করি। আমাদের মুরুব্বি নেই—তিনি এ জাতির অভিভাবকস্বরূপ। [*চলতিপত্র*, ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯]

এ কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য যে,

> তাঁর কোমল মাতৃহৃদয় থেকে দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা যেমন স্বতোৎসারিত হয়, তেমনি বুকভরা সাহস নিয়ে জাতির প্রয়োজনে ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষটিই অকুতোভয়ে এসে দাঁড়ায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে [*ঐ*]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মূল্যায়নে শামসুজ্জামান খান যে কথা বলেন, তার ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন ঘরোয়া চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাতের মমতাময়ী জননীর চিত্র ফুটে ওঠে, অন্যদিকে অন্যায়-অবিচারের নিরসনে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আবিষ্কার করা যায় রাজপথে মিছিলে মিছিলে স্লোগানমুখর 'রোদ-ঝলসানো মুখ'-এর এক লড়াকু মাকে—যেন বা গোর্কির *মা*। শোনা যাক সমকালের চোখে দেখা তাঁর এই দ্বিবিধ রূপের কথা :

> কবি বেগম সুফিয়া কামাল সমকালীন বাংলাদেশে এক অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর আটপৌরে সরল জীবনযাত্রার একটি স্বকীয় সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা ছিল। একে পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছিল তার অন্তরের মাধুর্য ও চরিত্রশক্তির দার্ঢ্য। এর সঙ্গে বাঙালি মাতৃমূর্তিকে যুক্ত করলে যে অবয়ব গড়ে ওঠে তা-ই সুফিয়া কামাল। অর্থাৎ প্রতীকটি হলো জীবনযাপনের সরলতা ও স্নিগ্ধ মাধুর্য, অন্তরশক্তির তেজঃময় বিভা এবং বাঙালি মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত রূপ। [*দৈনিক সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯]।

সৌম্য-স্নিগ্ধ 'বাঙালি মাতৃমূর্তি'র প্রতীক যিনি, তাঁর সংগ্রামী রূপের অপর ছবিটি এই রকম :

> জীবন যে কত বড় এবং তাকে যে সাধনায়, ত্যাগে, সদিচ্ছায়, শ্রমে, অঙ্গীকারে কত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্মাণ করা যায় তার নজির বেগম সুফিয়া কামাল। যে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে তার জন্ম, সেখান থেকে তিনি শুধু উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে বেরিয়ে আসেন নি—দুঃসহ নিগড়ে আবদ্ধ বাঙালি মুসলমান নারীসমাজকে তিনি জাগর-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, শৃঙ্খলমুক্ত জীবনের স্বাদ দিয়েছেন। রক্ষণশীল ও আভিজাত্যের বৃত্ত ভেঙেই তিনি সাহসী কিন্তু দৃঢ় পদচারণা শুরু করেছিলেন। বৃত্ত যিনি ভাঙতে পারেন—তিনি আরো বৃত্ত ভাঙার জন্য প্রস্তুতি নেন। সুফিয়া কামালও তাই করেছেন আজীবন। অশুভ, অসুন্দর, অকল্যাণ-এর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সক্রিয় যোদ্ধা। [*ঐ*]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আমাদের সুফিয়া কামাল—স্নেহ ও শক্তির আধার—বিবেক ও কল্যাণের কণ্ঠস্বর—মনুষ্যত্ব ও শুভবুদ্ধির প্রতীক। শামসুর রাহমানের ভাষায়: 'অন্ধকারে যিনি বারবার হেঁটেছেন রাজপথে/ জ্বলন্ত মশাল হ'য়ে নির্ভুল'। আজ এই মমতাহীন অন্ধবেলায় তাঁকেই খুঁজে ফেরে শীতার্ত মানুষ কোমল স্নেহের প্রত্যাশিত ওমের জন্য—তাই স্মৃতিপটে বারবার 'আলোকিত পদ্মের মতোই ফুটে ওঠে তাঁর মাতৃমুখ'।

ছয়

সুফিয়া কামালকে প্রথম দেখি ১৯৬৪ সালে, বাংলা সন হিসেবে ১৩৭১-এ, শিলাইদহে। 'ছায়ানট'-এর তরফ থেকে বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সুফিয়া কামাল বোধ করি তখনো 'ছায়ানট'-এর সভানেত্রী। শিলাইদহে সেই প্রথম এভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। একুশে শ্রাবণ কুষ্টিয়া শহরের জি কে-র ঘাট থেকে একটি বড় লঞ্চ করে গড়াই নদ বেয়ে পদ্মাকে ছুঁয়ে শিলাইদহে যাওয়া হয়। ছায়ানটের দলে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, বিলকিস নাসিরউদ্দীন এবং আরও অনেকে। সবাইকে চিনতামও না। কচি-কাঁচার মেলার পক্ষ থেকে আমরা বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলাম। তাঁর সহজ-সরল আচরণ ভারি ভালো লেগেছিল। তখনকার অবাঙালি জেলা প্রশাসকের অসহযোগিতার কারণে ফেরার পথে নৌকাই ছিল বাহন। মনে পড়ে, এক নৌকায় উঠেছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন ও সুফিয়া কামাল। বৃদ্ধ মাঝির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়েছিলেন দুজন। এই আলাপচারিতার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ছবি আমাদের কেউ যেন তুলেছিলেন, খুঁজলে হয়তো এখনো পাওয়া যাবে। মাতুল কাজী মোতাহার হোসেনের ফাইফরমাশ খাটার সুবাদে তাঁর সৌজন্যেই সুফিয়া কামালের সঙ্গে পরিচয় হয়। কথাবার্তা আবার কী হবে—হাফপ্যান্ট পরা অতটুকু ছেলে—তিনি চিবুক ধরে একটু আদর করে দিয়েছিলেন। তারপর দু-একটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর দেখা হয়নি, আলাপ তো দূরের কথা।

বহুকাল পরে, যখন কিছুটা লায়েক হয়েছি—ভাবলাম, কবি সুফিয়া কামালের একটি সাক্ষাৎকার নেব। সালটা ১৯৯৫। আর কয়েক বছর পরই তো নজরুলের জন্মশতবর্ষ। মূলত তাঁর জীবনকথা আর নজরুলস্মৃতি নিয়েই আলাপ করব। এই চিন্তা মাথায় রেখে এর আগে দুই বাংলার আরও বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। ফোনে দিন-তারিখ ঠিক করে ওঁর ধানমন্ডির বাড়িতে গেলাম ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫, বাংলা তারিখ ৯ কার্তিক ১৪০২ মঙ্গলবার, বিকেল চারটায়। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। মাঝেমধ্যে সামান্য বিরতি দিয়ে তাঁর প্রায় দেড় ঘণ্টার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি টেপ-রেকর্ডিং যন্ত্রে। এই কাজে আমাকে সহায়তা করেন অধ্যাপিকা শিরীনা হোসেন। এই প্রসঙ্গে কবিকন্যা চিত্রকর সাঈদা কামালের আন্তরিকতার কথাও স্মরণ করি। পরে প্রকাশের জন্য ক্যাসেট-রেকর্ডার থেকে সাক্ষাৎকারটি লিখে দেন আমার ছাত্র, বর্তমানে কুষ্টিয়ার আমলা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক-গবেষক মাসুদ রহমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

সাক্ষাৎকারটি প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য সামান্য সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে—বিশেষ করে পুনরুক্তি, স্মৃতিভ্রমজনিত তথ্যভ্রান্তি কিংবা অসম্পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে। কোনো কোনো স্থানে কথা অস্পষ্ট হওয়ায় সেই অংশ বর্জিত হয়েছে। কখনো প্রশ্নের ভাবমতো জুতসই জবাব পাওয়া যায়নি বলে পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতির সময় জবাবের অনুকূলে প্রশ্নের ধরন বদলাতে হয়েছে। আবার বক্তব্যে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কোনো শব্দ উহ্য থেকে গেছে। সে ক্ষেত্রে বাক্যকে অর্থপূর্ণ বা সেই শূন্য পূরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য দু-একটি শব্দ সংযোজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই প্রয়োজনের কারণে কোথাও বক্তব্যের কোনো রকম বিকৃতি যাতে না ঘটে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়েছে।

আট

অশক্ত-অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন। বিরক্তি নয়, মাঝেমধ্যে শ্রান্তি বোধ করলে সামান্যক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার কথা বলা শুরু করেছেন। প্রসঙ্গের প্রকৃতি অনুসারে কণ্ঠ ওঠানামা করেছে—কখনো স্মৃতির আনন্দে উচ্ছল—কখনো বিষাদে নিমজ্জিত—কখনো ক্রোধ বা হতাশায় উত্তেজিত-ক্ষুব্ধ—আবার কখনো বা আশাবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে তাঁর কথামালায় একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তথ্যে-বক্তব্যে এই অন্তরঙ্গ কথোপকথন বহুমাত্রিক কবি সুফিয়া কামালের জীবন, সাহিত্য, সমাজকর্ম, ব্যক্তিগত অনুভব-উপলব্ধি ও স্মৃতি-অনুষঙ্গের এক প্রামাণ্য আত্মভাষ্য হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

আবুল আহসান চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থঋণ

মতিচূর : আর এস হোসেন। প্রথম খণ্ড। কলকাতা, ১৩১৪।
একালে আমাদের কাল : সুফিয়া কামাল। ঢাকা, জুন ১৯৮৮।
রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র : ভূঁইয়া ইকবাল। ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯২।
সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ : লুৎফর রহমান রিটন সম্পাদিত। ঢাকা, ফাল্গুন ১৪০৬।
রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল : মালেকা বেগম সম্পাদিত। ঢাকা, জুন ১৯৯৭।
আমাদের কালের নায়কেরা : মতিউর রহমান সম্পাদিত। ঢাকা, একুশে বইমেলা ২০০৩।
সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ : সাজেদ কামাল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড। ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৯।
মহিলা সমাচার (সুফিয়া কামাল সংখ্যা ২০০০)। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০।
উত্তরাধিকার (মাসিক, বাংলা একাডেমী)। ঢাকা, আগস্ট ২০০৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির একটি সমাবেশে সুফিয়া কামাল

আলাপ-পর্ব

আবুল আহসান চৌধুরী : শুরুতেই আপনার জন্ম—আপনার পরিবার-পরিবেশ সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে চাই।

সুফিয়া কামাল : আপনি বহুদূর থেকে এসেছেন আমার কাছে আমার খবর নেওয়ার জন্য, এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এই জীবন নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বলা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, আমি অসুস্থ। বিস্তারিতভাবে গুছিয়ে বলতেও পারব না। একে তো বয়স হয়েছে, তারপর এখন গুছিয়ে বলার মতো সুস্থ মন আমার নেই। যতটুকু জানতে চান, আমি বলতে পারি। আমার জীবন নিয়ে অনেক বইটই হয়েছে। আমার জন্মতারিখ আপনি যদি সেখান থেকে নিতে পারতেন, বোধ করি ভালো হতো।

আবুল আহসান : হ্যাঁ, আপনার ওপর তো অনেক লেখালেখির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বইও বেরিয়েছে। *একালে আমাদের*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল—এই নামে আপনার একটি স্মৃতিচর্চামূলক বইও আছে।

সুফিয়া কামাল : কিছুটা। কিছুটা বেরিয়েছে। আরও আলোচনা রয়েছে। আপনি যতটুকু জানতে চান, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি। আর কিছু আপনি হয়তো বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

আবুল আহসান : আপনার জন্ম কোন সালে?

সুফিয়া কামাল : এগারো, উনিশ শ এগারো।

আবুল আহসান : তারিখ কি মনে আছে?

সুফিয়া কামাল : সেই হিসাবে আষাঢ় মাসে আমার জন্মদিন। বাংলা ১০ আষাঢ়। কিন্তু ইংরেজি হিসাবে ২০ জুন চালু হয়ে গেছে—২০ জুন ১৯১১—এটাই চালু হয়ে গেছে।

আবুল আহসান : আমরা তো জানি, ত্রিপুরা আপনার পিতৃভূমি হলেও মানুষ হয়েছেন বরিশালে মায়ের বাপের বাড়িতে—এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে। তো সেই পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যদি দু-একটি কথা বলেন।

সুফিয়া কামাল : দেখুন, পারিবারিক সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে এখন গুছিয়ে বলা কি সম্ভব? সেকালের সেই বিরাট জমিদারি—তারা ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আজকালকার দিনের সঙ্গে সেই পরিবারের খাপ খাওয়ানো বড় মুশকিল আর দীর্ঘকাল হয়ে গেছে। আমি তো এখন বার্ধক্যে উপস্থিত। ছোটবেলার সেসব দিনের কথা মনে করলে এটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। কাজেই গুছিয়ে বলা ঠিক হবে কি না, আমি জানি না। আমি আমার নানার বাড়িতে মানুষ। তাঁরা ছিলেন সেকালের নবাব পরিবারের মানুষ। ওখানে তাঁদের হালচাল, চালচলন, শিক্ষাদীক্ষা অন্য রকম ছিল। আমি সেই আবহাওয়ার মধ্যে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি। তাঁদের ভাষা ছিল উর্দু—তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ ছিল সেই আগেকার দিনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতোই মর্যাদাশীল। মেয়েরা বাংলা-ইংরেজি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। তবে আরবি-ফারসি-উর্দু—এসবের চর্চা ছিল। শিক্ষিত পরিবার ছিল। এর মধ্যে ছোটবেলায় আমি মানুষ হয়েছি। তারপর দুর্ভাগ্য তো অনেক রকম আসে। আস্তে আস্তে সব পরিবারেই একটা দুর্যোগের ছায়া নেমে আসে। দুর্ভাগ্য হলে সেখান থেকে বিচ্যুত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯২, সুফিয়া কামালের ৮১তম জন্মদিনে ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ

বেশি দেরি লাগে না। সেই হিসেবে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি নানা রকমের শোকাবহ ঘটনা—আস্তে আস্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও বাড়িঘর, জমিদারি ইত্যাদি যাওয়ার ফলে আমরা নানা দিকে নানাভাবে ছিটিয়ে পড়ি। এই পর্যন্ত বলতে পারি। সেই সব দিনের বর্ণনা দিতে এখন আমি হতাশ হই।

আবুল আহসান : আপনার জীবনের খুব উল্লেখযোগ্য সময় তো বরিশালে কেটেছে, তাই না?

সুফিয়া কামাল : বরিশালে, বরিশালেই কেটেছে, আমাদের নানাবাড়ি শায়েস্তাবাদে। আমাদের দেশের বাড়িতেও কেটেছে। নদীর ভাঙনে আমাদের বাড়িঘর যখন ভেঙে যায়, তখন আমরা চলে আসি বরিশাল থেকে কলকাতায়। প্রধানত সেখানে বসবাস শুরু হয় আমার কৈশোর জীবন থেকে।

আবুল আহসান : তারপর তো কলকাতা থেকে ফিরে একনাগাড়ে ঢাকাতেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, সাতচল্লিশ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পরই ঢাকায় চলে আসি। সেই থেকে ঢাকাতেই আছি।

আবুল আহসান : আপনি লিখতে শুরু করলেন কীভাবে? এই প্রেরণাটা পেলেন কার কাছ থেকে?

সুফিয়া কামাল : প্রেরণা কার কাছ থেকে পেয়েছি, বলা মুশকিল। পরিবারটা তো শিক্ষিত পরিবার ছিল। আমাদের বাড়িতে আমার মামার মস্ত বড় পাঠাগার ছিল। সবাই বলত, খোদাবক্সের পরই তাঁর পাঠাগার বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানে নানা রকম বইপত্র আসত—বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি। মামা প্রায় সাত-আটটা ভাষা জানতেন। সংস্কৃত-অসমিয়া ভাষাও জানতেন। নানা রকম পত্রপত্রিকা আসত। কলকাতা থেকে *প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*—এসব আসত ওখানে। রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের লেখা বের হতো ওখানে। লেখা দেখতাম। *শিশু* বলে একটা পত্রিকা আসত। তা বাংলা আমি জানতাম না। আমার মা আমাকে বাংলা শেখান। আমাদের পরিবারে বাংলা ভাষাটা ছিল না। আমার মা-ই আমাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। পড়তাম, পড়ে মনে হতো, এঁরা যখন লিখতে পারেন, আমিও বোধ করি পারব লিখতে। এই বলে বাংলা লেখা আমার শুরু হলো। কী লিখতাম, তখন তো জানি না, পরে হাবিজাবি করে লেখার একটা অভ্যাস হয়ে গেল। মানুষের ওরকমই হয়। লেখার অভ্যাস হলো, আস্তে আস্তে লিখতে শিখলাম। অনেক লেখাটেখার পর যখন বিয়েশাদি হলো, তখন বরিশালে একটি পত্রিকা বের হতো *তরুণ* বলে—অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলেরা বের করেছিলেন—সেখানে আমার স্বামী আমার লেখা নিয়ে যান। ওঁরা বললেন, 'ভালোই তো হয়েছে লেখা। তোমাদের পরিবারে যে বাংলা লেখে, সেটা তো আমরা জানতাম না!' সেই আমার প্রথম লেখা—বরিশালের *তরুণ* পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : সেই লেখাটি কি কবিতা ছিল?

সুফিয়া কামাল : না, আমার প্রথম লেখা গল্প।

আবুল আহসান : এটা একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম আর কি!

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রথম আমার যে লেখা ছাপা হয়েছিল, সেটা গল্প।

আবুল আহসান : গল্পের নাম কি মনে আছে?

সুফিয়া কামাল : বোধ করি 'সৈনিক বধূ' বলে একটা গল্প লেখা হয়েছিল। সে তো বহুকাল আগে, তখন আমার বয়স তেরো-চৌদ্দ কি পনেরো বছর।

আবুল আহসান : আপনার বাংলা শেখা এবং এই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে বেগম রোকেয়ার বাংলা শেখা ও সাহিত্যচর্চার বেশ খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সুফিয়া কামাল : তা পাওয়া যায়। তিনি তো সে রকমই। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। তিনি সে রকমই একটা অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। লেখাপড়া শিখতে কোনো স্কুলে তো তিনিও যাননি।

আবুল আহসান : তাঁদের পরিবারেও বাংলার চল ছিল না।

সুফিয়া কামাল : না, প্রায় সব মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারেই বাংলা বেশি ছিল না। সব সময় দেখেছি উর্দু ভাষার চল ছিল। আমাদের ওখানেও তা-ই ছিল। তো আমার মা আমাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। আমার বাবা আমার মাকে শিখিয়েছিলেন। সেই হিসেবে আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন।

আবুল আহসান : মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও গদ্যেও আপনার চমৎকার হাত ছিল—খুব ভালো গদ্য লিখতেন। আপনার গল্প তো একসময় বেশ সমাদর পেয়েছিল। পরে আপনি সেই দিকটা উপেক্ষা করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু কেন?

সুফিয়া কামাল : একসময় তো গদ্যই লিখতাম। গল্পটল্প লিখতাম। কিন্তু বোধ করি সময়ের অভাবের জন্যই গদ্য লেখাটা কঠিন হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। কবিতা লেখাটাই সহজ হয়ে গেছে। সেটিরই বেশি চর্চা হয়েছে। সময়ের অভাবে হয়তো গল্প লিখতে বসতে পারিনি কিংবা অন্য কাজে রয়েছি বলে চর্চা হয়নি।

আবুল আহসান : আমরা শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। আপনি তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পান। আপনার কবিতার প্রশংসাও করেছেন তিনি—চিঠিপত্রও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগটা হলো কীভাবে?

সুফিয়া কামাল : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, তাঁর জন্মদিনে আমি একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর উত্তরে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। এবং আমাকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে নাট্যোৎসব হতো, তাতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম।

আবুল আহসান : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে?

সুফিয়া কামাল : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

আবুল আহসান : এটা কোন সালের দিকে?

সুফিয়া কামাল : এটিই তো আমি বলতে পারব না। এটা ২৭-২৮ হতে পারে।

আবুল আহসান : তখন তো আপনি কলকাতাতেই থাকতেন!

সুফিয়া কামাল : কলকাতাতেই থাকতাম।

আবুল আহসান : এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আমাকে ডেকেছেন—নানা উৎসবে গিয়েছি। এমনিও দেখতে গিয়েছি। বরিশালে তো তাঁর বিয়াই বাড়ি ছিল। সে হিসেবে তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। অনেক সময় ডেকে নিয়েছেন কাছে। কোনো ঋতু-উৎসবে নাটক-টাটক হলে আমাকে ডেকেছেন, আমি গিয়েছি।

আবুল আহসান : আপনার জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকার কথাও তো বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নজরুলের স্নেহ-প্রীতি আপনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন। তাঁকে খুব কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে

সন্ধানী আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার সুযোগ আপনার হয়েছে। নজরুলের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়?

সুফিয়া কামাল : আমি তখন বরিশালের *তরুণ* নামের এক পত্রিকায় গল্প লিখেছি। মাঝেমধ্যে কবিতাও দিতাম। আমাদের পরিবার তো আবার রক্ষণশীল পরিবার ছিল। আমি যে বাংলায় লিখি, কবিতা ছাপতে দেব—সেটা আমার বড় মামা পছন্দ করতেন না। পরিবারের মধ্যে আমার একটা খুব দুর্নাম হয়ে গেল যে আমি বাংলায় লিখি, বাংলা কাগজে বেরোয়। তো আমার নানা আমাকে একদম বারণ করে দিলেন যে আমার কোনো লেখাটেখা যেন প্রকাশিত না হয়। ফেলে দিলাম, আমি কী করব আর! আমার ছোট মামা তখন ঢাকায় পড়াশোনা করতেন। তিনি আমার লেখার খাতা ওখানে নিয়ে গেলেন। ছোট মামা আমার বেশি বড় ছিলেন না। আমার ভাইদের বয়সী ছিলেন। তো ওই খাতা তিনি নিয়ে গেলেন সেখানে। ঢাকায় তখন একটা পত্রিকা বেরোত। গোলাম কাসেম না মোহাম্মদ কাসেম..., সঠিক নামটা আমার এখন মনে পড়ছে না!

আবুল আহসান : মোহাম্মদ কাসেম।

সুফিয়া কামাল : মোহাম্মদ কাসেম *অভিযান* বলে একটা পত্রিকা বের করতেন। তখন সেখানে তিনি একটা কবিতা দেন। সে সময় নজরুল ইসলাম ঢাকায়। সাহিত্য সম্মেলন হলো, ওই সময়।

আবুল আহসান : মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সম্মেলন?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ।

আবুল আহসান : 'শিখা' গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এসেছিলেন নজরুল?

সুফিয়া কামাল : বোধ করি। তিনি তখন ঢাকায় এলেন। পত্রিকায় আমার লেখা দেখে লম্বা-চওড়া মস্ত বড় একটা চিঠি লিখলেন—'এই রকম কোনো মুসলমান মহিলা এত সুন্দর কবিতা লেখে...!' আগে অবশ্য মোতাহেরা বানুও লিখতেন, বরিশালের কবি। নজরুল আমাকে লিখলেন, 'মুসলিম মেয়ে এ রকম একটা কবিতা লিখেছে, এটা প্রশংসার কথা।' বরিশালের ঠিকানায় চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখলেন। লিখলেন, 'এত সুন্দর কবিতা তোমার, প্রকাশিত হচ্ছে না, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।' আমাদের তখন কলকাতায় যাওয়ার কথা, নদীর ভাঙনে বাড়িটাড়ি ভেঙে গেছে, আমরা কলকাতায় যাব। তিনি আমার মামার কাছে শুনলেন। তখন ওই শুনে লিখলেন, 'শুনলাম, কলকাতায় যাচ্ছো! তা আমিও যাব কলকাতায়, তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি নাসিরউদ্দীনের কাছে—*সওগাত* সম্পাদক নাসিরউদ্দীন—তাঁর কাছে কবিতা পাঠাবে'—এই বলে তিনি আমার কাছে চিঠি লিখলেন। সেই-ই প্রথম চিঠি।

আবুল আহসান : এটা কোন সালের দিকের ঘটনা?

সুফিয়া কামাল : সেই তো, আমি ঠিকমতো বলতে পারব না।

আবুল আহসান : ২৭-২৮? না, তার পরে?

সুফিয়া কামাল : না, ২৬-২৭।

আবুল আহসান : ২৬ বা ২৭ সাল যদি হয়, তখনো তো আপনি নজরুলকে সামনাসামনি দেখেননি!

সুফিয়া কামাল : না, দেখিনি। তারপর আমরা বরিশাল থেকে কলকাতায় এলাম। আমরা একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। বাড়িতে অন্য ভাড়াটেরাও ছিল। তো একদিন হঠাৎ আমরা দেখি বাড়িতে এসে একজন বলল, 'আমি কবি সুফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' আমরা তো অবাক! আমরা তো তখন আবার কারও সামনে যাই না, কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে তখন দেখা করি না। আমার মা ও আমার আব্বার বারণ।

আবুল আহসান : তখন তো পর্দাপ্রথার বেশ কড়াকড়ি ছিল।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, বেশ কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু নজরুল তো তা মানেন না। একদম হইচই করেন—'কই, কোথায়, কোথায় কবি?' তখন মা-ও হকচকিয়ে গেছেন, আমরাও হকচকিয়ে গেছি। কেউ বাড়িতে নেই, ভাইবোনেরা সব কলেজে। তাঁকে তো আর ঠেকানো যায় না। 'কোথায়, কোথায়?' একদম ভেতরে গিয়ে আম্মাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। আমাকে বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি এতটুকুন মানুষ! আমি তো ভেবেছিলাম, কবি হয়েছ, কত বড়—মহা মস্ত বড় একজন মহিলা!' সে কথা আর বলা যায় না। আপনারা নজরুলকে দেখেছেন, কিন্তু সেই নজরুলকে দেখেননি। 'তুমি আমার ছোট বোন'—সেই একই দিনে বলছেন—'আগে তুমি আমাকে "দাদু" বলে ডাকবে। তুমি আমাকে "তুমি" বলবে। বলো—বলো, "দাদু তুমি এসেছ", এই কথা বলো।' এই কথা আমাকে দিয়ে বলান। আম্মা তো সেকালের মানুষ আর পর্দানশিন। কে কার কথা শোনে! আম্মাকে বললেন, 'আমার খিদা পেয়েছে, আমি খাব।' এই তো পরিবারের মধ্যে একসঙ্গে হয়ে গেলেন। দিনরাত আসা-যাওয়া। আমাদের ওখানে থাকতেন, আসতেন, গান করতেন—কত গান, কত গল্প, দিনের পর দিন। 'রোজ কবিতা লিখবে, রোজ একটা করে কবিতা লিখবে'—এ কথা তিনি আমাকে বললেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রোজ একটা করে কবিতা লিখব।' এই কথাতেই বোধ করি গদ্য লেখাটা কমে এল। তারপর তো *সওগাত*-যুগে, *সওগাত*-এ নাসিরউদ্দীন সাহেব আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। লেখা পাঠিয়েছি, তিনি দেখেছেন। *সওগাত*ই আমার লেখার গুরু। নাসিরউদ্দীন সাহেব আজ নেই, তাঁকেও আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আবুল আহসান : এই *সওগাত* পত্রিকার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক রচিত হয়, সেটা কি নজরুলের সূত্রেই?

সুফিয়া কামাল : নজরুলের সূত্রে। এর আগে আমি কোনো লেখা পাঠাইনি।

আবুল আহসান : এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নজরুলের যখন খুব আর্থিক দুরবস্থা, সেই সময় আপনি *সওগাত*-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন খুবই আবেগতাড়িত হয়ে। সেই সময় একজন মুসলিম মহিলাকবি আরেকজন কবির জন্য যে এতখানি মমতা দেখাতে পারেন—সহায়তার জন্য এত উদাত্ত আহ্বান জানাতে পারেন—তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। সেই চিঠি সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

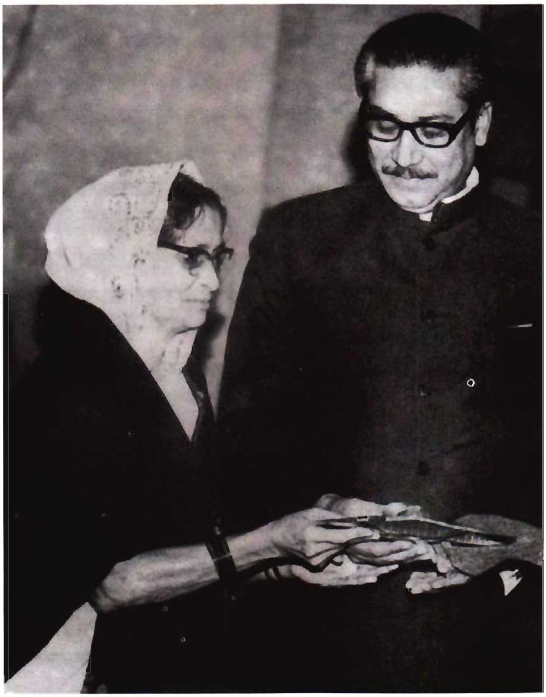

১৯৭২, বঙ্গবন্ধুর হাতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রেকর্ড তুলে দিচ্ছেন

সুফিয়া কামাল : নজরুল যখন অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়েন, আমরা তো তখন কলকাতায় ছিলাম। তিনি থাকতেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের কথা তাঁর বইতে আছে। *মৃত্যুক্ষুধার* মধ্যে এই চাঁদসড়কের বর্ণনা আছে। খুবই অর্থাভাবে পড়েছিলেন ছেলে, বউ ও শাশুড়িকে নিয়ে ওখানে। তখন কবি মঈনুদ্দীন একদিন গিয়ে দেখলেন এ রকম অবস্থার মধ্যে নজরুল। তারপর ঢাকায় এলেন সাহিত্য সম্মেলনে। ঢাকায় কয়েকজন মিলে অপমান-টপমান করার জন্য খুব চেষ্টা করলেন। তখন খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে আমি নাসিরউদ্দীন সাহেবকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে এ রকম করে তাঁর ওপর অত্যাচার হচ্ছে। আমার তখন বয়স খুব অল্প তো, খুব মনে লেগেছিল। কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে এলেন কবি মঈনুদ্দীন—নাসিরউদ্দীন সাহেব *সওগাত* অফিসে তাঁকে জায়গা দিলেন।

আবুল আহসান : নজরুলের জন্য নাসিরউদ্দীন সাহেবকে চিঠি লেখার তাগিদ আপনি কীভাবে অনুভব করলেন?

সুফিয়া কামাল : ওই তো কলকাতায় নজরুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। তারপর যখন শুনলাম তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবে আর কষ্টে আছেন, তখন মনে একটা আবেগ এল। তারপর ঢাকায় তাঁর ওপর একটা অত্যাচার হচ্ছে। সাধারণত যেমন নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য লাগে, সে রকমই লাগত। তাঁকে তো আমরা সবাই ভালোবাসতাম। পরিবারের লোকের মতোই ভালোবাসতাম। মনে তখন খুব কষ্ট লেগেছিল। তাই নাসিরউদ্দীন সাহেবকে ওই চিঠিটা দিয়েছিলাম।

আবুল আহসান : নজরুল কি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে গান করতেন?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, সব সময়। কত গান আমাদের বাড়িতে বসে করেছেন! কত গান গেয়েছেন! আমাদের বাড়িতে অনেক সময় থেকেছেন। গান গাইতেন, দাবা খেলতেন। আমার ভাই খুব ভালো দাবা খেলতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে রাতভর দাবা খেলেছেন।

আবুল আহসান : আপনি কি কখনো গানের চর্চা করেছেন?

সুফিয়া কামাল : আমাদের তখন তো পড়াশোনাই করতে দিত না, গান গাইতে দেবে! মেয়েরা জোরে জোরে কথা বললেই—সর্বনাশ। তখন অবশ্য ঘরের মধ্যে মেয়েরা বিয়ের গানটান গাইত। চর্চা ছিল। কিন্তু মেয়েরা যে শিখবে, এটা ছিল না। বিয়ের গান হতো, এমনি গান হতো, মিলাদ হতো, মেয়েরা সব মিলাদ পড়ত। সবাই মিলে সেখানে গজল হতো—হাম্‌দ-না'ত হতো, কিন্তু গান শেখার কোনো চর্চা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : নজরুল কি কখনো আপনাকে গান শেখার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেছেন?

সুফিয়া কামাল : না, তা করেননি। খালি কবিতার কথা বলতেন, 'রোজ একটা করে কবিতা লিখবে।' তিনি তো জানতেন যে গান গাওয়া আমাদের হবে না।

আবুল আহসান : নজরুল আপনাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তখন কি আপনার কবিতা শুনতে চাইতেন?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ। 'কবিতা লিখেছ?'—গিয়েই আজকে লিখেছি কি না, এইটা জিজ্ঞেস করতেন। বেশি তো আসতেন না। আর তিনি তো ভীষণ বাইরে বাইরে থাকতেন। হয়তো এক মাস পরে দুই দিন, তিন দিন, হয়তো রোজই আসতেন। ছয় মাস হয়তো আর পাত্তাই নেই। এ রকম খেয়ালি মানুষ তো! হয়তো তিন দিন একটানা রোজ এলেন—তিন দিন পর পর। আবার হয়তো মাসভর তাঁর পাত্তাই নেই। থাকলেই বলতেন, 'আজকে কবিতা লিখলে কি না?'—এইটে বলতেন।

আবুল আহসান : আপনারা কি কখনো নজরুলের বাসায় বেড়াতে গেছেন?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, যখন পানবাগানে বাসা নিলেন, বেড়াতে গেছি। তিনি তো থাকতেনই *সওগাত* অফিসে, কাজেই একসঙ্গে তো দেখাই হতো। তা ছাড়া তাঁর বাড়িতেও গেছি।

আবুল আহসান : নজরুলের দাম্পত্য জীবনটা কেমন ছিল?

সুফিয়া কামাল : বড় ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল। তাঁর বউ—এই যে আশালতা—নামটা প্রমীলা ছিল—আশালতার ডাকনাম ছিল দুলু—দোলন। এত শান্ত যে আমাদের খুবই ভালো লাগত। আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। তা তাঁর শাশুড়ি অবশ্য একটু কড়া মেজাজেরই ছিলেন। বুঝতেই পারেন, হিন্দু বিধবা মানুষ। তারপর মুসলমানের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে এলে কিছু খেতেন না। আমাদের বাড়িতে আসতেন। সব সময় আসা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া ছিল। বউ আসতেন, কাজীদা না এলেও—হয়তো কলকাতায় নেই, অন্য জায়গায় চলে গেছেন—তখন তাঁরা বেড়াতে এলে তিনি কিছু খেতেন না। তা আমার আম্মা বলতেন, 'দিদি, এখন তো মুসলমানের ঘরে বিয়ে হয়েছে, ছেলেপেলে হয়েছে।' বলতেন, 'না দিদি, তা হয়েছে। আমি রেঁধে দিই, বেড়ে দিই, মুরগি রেঁধে খাওয়াই। কিন্তু আমার একটা সংস্কার আছে, এ জন্য—।' এটা বলেছেন তিনি। এটা স্বাভাবিক।

আবুল আহসান : নজরুল তো একটু বেহিসেবি, খানিকটা ঘরছাড়া-ছন্নছাড়ার মতো ছিলেন। তো তাঁর দাম্পত্য জীবনে কি এর কোনো প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়?

সুফিয়া কামাল : না, এটা আমি দেখিনি। বউকে নিয়ে আসতেন। হাসিখুশি মেজাজ। তারপর দেখেন ১৪ বছর বেচারা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এ রকম অবস্থায় নজরুলকে মুখে তুলে খাইয়েছেন। যখন নজরুল অসুস্থ হয়ে গেলেন, নজরুল কারোর কথা শুনতেন না, তখন 'কবি' 'কবি' বলে ডাকলেই তিনি পাশে এসে বসতেন। ভাত খেতে চাইতেন না। তাঁর বউ বলতেন, 'বসো, বসো।' ওখানে বসাতেন এবং শুয়ে শুয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে নজরুলকে খাওয়াতেন। আমি দেখেছি নিজের চোখে। দাম্পত্য জীবন বড় ভালো ছিল।

আবুল আহসান : আপনাদের কালে নজরুল সম্পর্কে বাঙালি সমাজের মনোভাবটা কেমন ছিল?

সুফিয়া কামাল : তখন নজরুলকে আমরা বলতাম 'কাফের', আর হিন্দুরা বলত 'নেড়ে'। এই করে তো তাঁর জীবন। পরে অবশ্য তিনি 'জাতীয় কবি' হিসেবে সম্মান পেয়েছেন—অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যে অবহেলা করা হয়েছে, যদি সেই সময় তাঁকে একটু ভালো করে রাখা হতো, তাহলে তাঁর এই দশা হতো না। মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন অন্য রকম—তাঁদের পরিবার, পারিবারিক পরিবেশও—তাঁরা সম্পদশালী ছিলেন। কিন্তু এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডিতে কবিভবনে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারা নজরুলের যে কী রকম দিন কেটেছে, আপনারা তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। বই লিখেছেন, বইয়ের বিক্রিও অনেক হয়েছে। কিন্তু কতটা যে তিনি পেয়েছেন, সেটার হিসাব তিনি কোনো দিনই নেননি। হয়তো বইয়ের স্বত্ব দিয়ে দিলেন। কুড়িটা টাকা দিলেই মহা খুশি। বাড়িভাড়াটা দিল—তখন কতই বা বাড়িভাড়া ছিল—ষাট-সত্তর টাকা! নজরুল হিসাবও নেননি কত বই বিক্রি হলো, কত টাকা পেলেন! অনুগ্রহ করে যে যা দিয়েছে, তা-ই নিয়েছেন। অর্থকষ্ট বড়ই ছিল। তারপর আস্তে আস্তে গ্রামোফোন কোম্পানিতে গেলেন। তা তারা তাঁকে এমন ঘেরাই ঘিরল যে আর তা থেকে নজরুল বেরিয়ে আসতে পারলেন না। [...অস্পষ্ট]। এরপর যখন তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন আর গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে কিছুই দিল না।

আবুল আহসান : নজরুল তো নিজে গান লিখতেন। আপনি কবিতা লিখতেন। নজরুল কি কখনো আপনাকে গান লেখার ব্যাপারে কিছু বলেছেন?

সুফিয়া কামাল : না, তা বলেননি। কত গান লিখেছেন নিজে বসে বসে, গান শুনিয়েছেন, লিখেছেন।

আবুল আহসান : আপনাদের বাড়িতে বসে কি নজরুল কোনো গান বা কবিতা লিখেছেন কখনো?

সুফিয়া কামাল : না, নিজে গান লেখেননি—গান শুনিয়েছেন। তিনি তো লিখতেন না, গান লিখতেন না।

আবুল আহসান : মুখে মুখে—

সুফিয়া কামাল : মুখে মুখেই গাইতেন—সব সময়ই। নজরুল ইসলামের এইটা ছিল—*সওগাত* অফিসেও দেখেছি—খাওয়া-দাওয়ার পরে বিকেলে আমি তো প্রায়ই যেতাম *সওগাত* অফিসে—হারমোনিতে হাত বুলোচ্ছেন—সুর উঠছে—সেই সুর দিয়ে তারপর হয়তো কথা লিখে দিলেন। এই দেখেছি, ওইখানে বসে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : এই গান রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য বা মিলটা কি আপনার চোখে কিছু ধরা পড়ে?

সুফিয়া কামাল : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলকে মেলানো যায় না। মিল আকাশ আর সমুদ্র—দুটিই অপূর্ব।

আবুল আহসান : খুব সুন্দর বলেছেন। নজরুল তো তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্যটা খুব বেশি এনেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা গানে নজরুল একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন—এসব কথা যাঁরা গান বোঝেন তাঁরাই বলেছেন, বিশেষ করে দিলীপকুমার রায়।

সুফিয়া কামাল : দিলীপকুমার রায় বলেছেন। তা ছাড়া নজরুলের গজলের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বকবি, তাঁর নানা রকমের গান। আর নজরুলের গজলের দিকে বেশি একটা ঝোঁক ছিল, মনে হয়। আর সে হিসেবে তিনি লিখেও গেছেন অজস্র গজল। বাংলাতে গজলের সুরের চল ছিল না। তো তিনিই চল করলেন। অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায়—এঁরা সব গান করেছেন। কে মল্লিকের নাম তো আপনারা শুনেছেন। আমাদের বাড়িতে বসে কে মল্লিকও গান করেছেন। তিনি নিয়ে আসতেন—দিলীপ রায়কে নিয়ে আসতেন। আমাদের ওখানে গানটান হতো। নিজেও বলতেন, 'এটা গাও'—আবার শেখাতেন। আব্বাসউদ্দীনকে দিয়েও গান গাওয়াতেন। তখনকার দিনে তো মাইক ছিল না। আমাদের দোতলায় বসে গান করতেন বা আবৃত্তি করতেন—নিচে মানুষ জমে যেত। এমন উদাত্ত কণ্ঠস্বর ছিল নজরুলের! আপনারা নজরুলকে দেখেছেন?—সেই নজরুলকে?

আবুল আহসান : সেই সৃষ্টিশীল প্রাণবন্ত নজরুলকে দেখার তো আর সুযোগ হয়নি।

সুফিয়া কামাল : এখন তো মাইক না হলে একটা শব্দও কেউ উচ্চারণ করে না। কিন্তু নজরুল সেই খালি গলায় গান করেছেন—আবৃত্তি করেছেন। আর নিচে মানুষ জমে গেছে।

আবুল আহসান : নজরুলের গানের গলাটা কেমন ছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : ওই রকম গলা আমি আর শুনিনি। এত সুন্দর—এত উদাত্ত কণ্ঠ! আপনারা তো রেকর্ডে তাঁর আবৃত্তি হয়তো শুনেছেন!

আবুল আহসান : জি, শুনেছি।

সুফিয়া কামাল : রেকর্ডের চেয়েও এমনি খালি গলায় শুনতে ভালো লাগত। চেহারায় যেমন ছিল একটা ব্যক্তিত্ব, আর গলাটাও তেমনি ছিল।

আবুল আহসান : আমরা শুনেছি, কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গে নজরুলের একধরনের বৈরী-শীতল সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারে আপনার কি কিছু জানা আছে?

সুফিয়া কামাল : গোলাম মোস্তফা তো কোনো দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি। অবশ্য পরে দেখা তাঁর সঙ্গে—তখন আমার আলাপ হয়েছে। তিনি আমার কবিতা নিয়ে বইটই ছাপিয়েছেন। তারপর ঢাকায় আসার পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল আমাদের। কলকাতায় থাকতে দু-একবার দেখেছি, নজরুলের সঙ্গে একটু বিরূপ মনোভাব ছিল। এটা নিয়ে অনেক হাসিঠাট্টা—অনেক কিছুই হয়েছে, আমি জানি। কিন্তু একসঙ্গে আমি দুজনকে দেখিনি কখনো।

আবুল আহসান : সেই সময় নজরুলের অন্য বন্ধুরা, বিশেষ করে *কল্লোল-কালিকলম* কিংবা *সওগাত*—এসব পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রধান লেখক যাঁরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—এঁদের সঙ্গে তো একধরনের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল নজরুলের। পত্রিকা অফিস ও বাইরে জমে উঠত তুমুল আড্ডা। তো নজরুলের এই আড্ডার ব্যাপারে আপনার কি কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা আছে?

সুফিয়া কামাল : ওই তো *সওগাত* অফিসেই তো হতো। *সওগাত*-এর সঙ্গে লেখকদের যোগাযোগ বিষয়ে *বাংলাসাহিত্যে সওগাত যুগ* বইটি আপনি পড়ে দেখতে পারেন। নাসিরউদ্দীন সাহেবের ওখানেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলুন, নলিনীকান্ত সরকাররা সব ওখানে আসতেন। একটা আড্ডা জমত। সবাই ওখানে—এই যে ডি এম লাইব্রেরির এঁরা—কল্লোলযুগের বুদ্ধদেব বসু। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

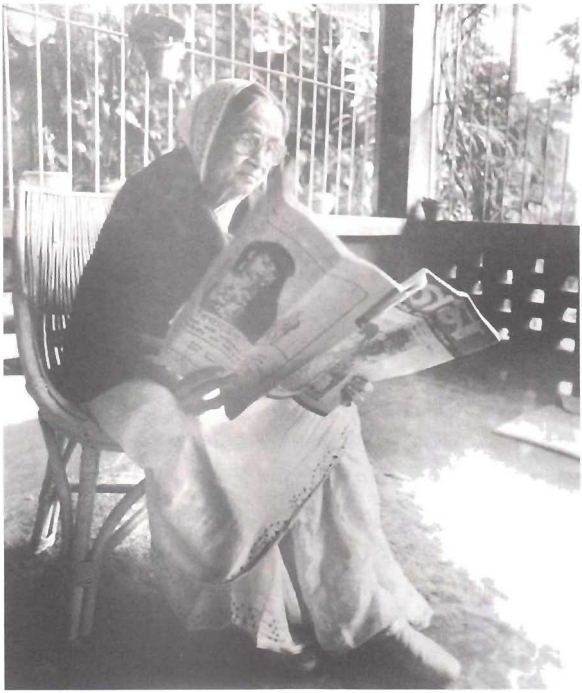

ধানমন্ডিতে নিজের বাসার বারান্দায় সুফিয়া কামাল

বুদ্ধদেব বসু অতটা বিখ্যাত হননি। তখন এই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন মিত্তির—এঁরাই বেশি করে ওখানে জাঁকিয়ে বসতেন। *সওগাত* অফিসেই বেশি আড্ডা জমত, সেটা আমি জানি। ওখানেই দেখা হয়েছে। তারপর ওয়াজেদ আলী সাহেব ছিলেন, আবদুল কাদির, আমাদের দেশের অনেকেই। ওখানে যাঁরা যাঁরা ছিলেন, সবাই তখনকার দিনের উদীয়মান লেখক। হাবিবুল্লাহ বাহার—সবাই তো ওখানে আড্ডা দিতেন।

আবুল আহসান : নানা প্রসঙ্গে তো নজরুল আপনাকে বেশ কিছু চিঠিও লিখেছেন শুনেছি। সেসব চিঠিপত্র কি ছাপা হয়েছে কোথাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : নজরুলের যতগুলো বই বেরিয়েছিল, সব বই তিনি নিজের হাতে আমাকে দিয়েছেন লিখে। আর চিঠিপত্র বেশি দেননি, দূরে গেলে চিঠি লিখতেন। [...অস্পষ্ট]। আমার একটি মেয়ে ছিল তখন, মেয়েটিকে তিনি খুব আদর করতেন। তারপর নজরুল যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন 'নজরুল নিরাময় সমিতি' বলে একটা কমিটি হয়েছিল, বোধ করি আপনারা জানেন না। জানেন কি?

আবুল আহসান : হ্যাঁ, শুনেছি।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন, ঢাকায় কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব তো কলকাতায় থাকতেন। আর রবীউদ্দীন বলে একজন—

আবুল আহসান : রবীউদ্দীন গুণী মানুষ ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মূলে তাঁর কিছু অবদান ছিল। তিনি তো ওদুদ সাহেবের বাসাতেই থাকতেন।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, ওখানেই থাকতেন। [...অস্পষ্ট]। তা তিনি ওই সমিতিটা গঠন করে ঢাকায় এলেন। আগে থাকতে আমরা জানতাম, তিনি নজরুলের হিতৈষী মানুষ। এঁরা মিলে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করলেন। তা তিনি বললেন, 'অনেকের কাছে নজরুলের বইপুস্তক, চিঠিপত্র আছে। আপনার কাছেও তো আছে।' নজরুলের বইগুলো আমার কাছে ছিল। *ভাঙ্গার গান* মানে বাজেয়াপ্ত বইগুলো থেকে শুরু করে শেষ বইটা *চক্রবাক* পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। আর কোনোখানে কপি পাওয়া যায় না। তা আমাকে বললেন, 'এগুলো আমার কাছে দেন, আর রবীন্দ্রনাথের চিঠি আর নজরুলের চিঠি আমাকে দেন। আমি নজরুল নিরাময় সমিতি করেছি। এগুলো এক্সিবিশন করে, ফটোকপি করে আপনাকে ফেরত দেব।'—তখন তো আর ফটোকপি করা যেত না, তবু তিনি বলেছিলেন, 'এগুলো কপি করে আপনাকে দেব। আর এইটার একটা এক্সিবিশন করে টিকিট করে নজরুল সাহায্য সমিতির টাকা উঠবে।' তা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, 'এগুলো কবির দেওয়া আমার অমূল্য স্মৃতি।' আমার স্বামী বললেন, 'এ রকম এত করে যখন বলছেন, তুমি দিয়ে দাও।' রবীউদ্দীন সাহেব আবারও বললেন, 'তা দেন, আমি নিয়ে যাই, আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেব।' ওগুলো যখন নজরুলের জন্য চাইছে, না দিয়ে পারলাম না। সব নিয়ে গেলেন তিনি—নিয়ে তাঁর বাড়িতে রাখেন। তখন বোধ করি নকশালের না কিসের বোমা পড়ল বাড়িতে। বইপত্র সব, তারও নিজের লেখা বইপত্র, দলিলপত্র অনেক কিছু—সব শেষ হয়ে গেল। আমারগুলোও শেষ হয়ে গেল। এই দুঃখ আমি আর ভুলতে পারি না। এই দুঃখের কথা—আর বলবেন না। একটু চিহ্ন রইল না নজরুলের কোনো। শান্তিনিকেতনে গেলাম, পরে ওখান থেকে অবশ্য ওঁরা আমাকে রবিঠাকুরের চিঠিপত্র কপি করে দিলেন। তিনি তো আবার কপিটপি রাখতেন। নজরুল এসব কপিটপি রাখতেন না। কিন্তু তাঁর কপিগুলো পেলাম—রবিঠাকুর আমাকে যে চিঠিপত্র লিখেছেন তা পেলাম, কিন্তু নজরুলের আর কোনো চিহ্ন রইল না। আমার জীবনে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে, তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এই দুঃখটা আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। একটুও চিহ্ন রইল না।

আবুল আহসান : আপনাকে লেখা নজরুলের কোনো চিঠিই কি ছাপা হয়নি?

সুফিয়া কামাল : না, একদম সব শেষ।

আবুল আহসান : মোটামুটি কতগুলো চিঠি নজরুলের কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন?

সুফিয়া কামাল : বেশি চিঠি না। তিন-চারটে হয়তো চিঠি ছিল। এমনিতে তো সব সময়ই আসা-যাওয়া করতেন। চিঠি তো বেশি লেখালেখি হতো না।

আবুল আহসান : এসব চিঠির প্রসঙ্গ কী ছিল?

সুফিয়া কামাল : এই ধরেন ঢাকা থেকে চিঠি লিখলেন—কিংবা কৃষ্ণনগর থেকে চিঠি লিখলেন, এই কবিতার জন্যই—কবিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাই—ভালো করে লিখতে বলতেন, বলতেন, 'ছাপতে পাঠিয়ো অমুক পত্রিকায়।' অনেক পত্রিকা তো তখন কলকাতায় বেরোত। তিনি যেসব পত্রিকায় লিখতেন, সেসব পত্রিকায় লেখা পাঠাতে বলতেন। তো আমি একটু লাজুক ছিলাম, আমার ভয় করত, কোনখানে পাঠাব, হাতের লেখাও ভালো ছিল না। আমি তো লেখাপড়া কোথাও শিখিনি। খুব লজ্জা করত, হাতের লেখা আর পাঠাতাম না। তিনি লিখতেন। এই তিন-চারটে চিঠি, খুব বেশি না। একবার কৃষ্ণনগর থেকে একটা লিখলেন, ঢাকা থেকে দুখানা লিখেছিলেন। আরেকবার বোধ করি বিষ্ণুপুর না কোথায় গিয়েছিলেন—ওইখান থেকে লেখেন, 'তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। তুমি যদি দেখতে, আমার কাছে খুব ভালো লাগত। তোমার ভাবিও আমার সাথে আছেন—উনিও বলেন।' মানে নজরুলের বউয়ের কথা।—'উনি তোমার কথা মনে করছেন, তুমি দেখলে খুব খুশি হতে।' কোথায় যেন—বিষ্ণুপুর না কোথায় গিয়েছিলেন।

আবুল আহসান : এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলি। যদিও একটু সংকোচও বোধ করছি। নজরুল আমাদের একজন প্রধান কবি। তাঁর কালের ও কাছের মানুষ আজ ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। যাঁরা খুব কাছ থেকে নজরুলকে দেখেছেন, আপনি তাঁদেরই একজন। আমরা জানি যে নজরুলের জীবনে নানাভাবে অনেক নারী এসেছেন—নার্গিস আসার খানম, ফজিলাতুন্নেছা, রাণু সোম (পরবর্তীকালের প্রতিভা বসু), উমা মৈত্র, জাহানারা চৌধুরী, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, কানন দেবী এবং আরও কারও কারও নাম বলা যায়। তো তাঁদের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কটা কেমন ছিল বা নজরুল কী ধরনের সম্পর্ক এঁদের সঙ্গে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন?

সুফিয়া কামাল : এসব বিষয়ে কিন্তু কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়নি আমার। আঙ্গুরবালার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ওই 'দাদা-দাদা' বলে প্রণাম করেছেন। আঙ্গুরবালা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বাসার বারান্দায় সুফিয়া কামাল

একবার ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় এলে তখন বললেন দাদার কথা। প্রতিভা বসু বা নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে দেখা হয়নি। ফজিলাতুন্নেছা—তিনি তো ঢাকায়ই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বা আর কারোর সঙ্গে আমার এসব বিষয়ে কোনো কথাই হয়নি। তবে ফজিলাতুন্নেছা যখন বিলেতে গেলেন না!—অনেক চেষ্টা করেই তো তাঁকে পাঠানো হলো। তখন একটা সংবর্ধনা দেওয়া হলো *সওগাত* অফিসে। নাসিরউদ্দীন সাহেবের ওখানে ফজিলাতুন্নেছা থাকলেন। ওখান থেকে বিলেত যাওয়ার পাসপোর্ট-টাসপোর্ট ইত্যাদি যত কিছু—নাসিরউদ্দীন সাহেব খুব করেছেন। তা না হলে তাঁর বিলেত যাওয়া হতো না। একদম সেই ভাইস চ্যান্সেলরকে ধরেটরে পাঠানো হলো—একটি মুসলমান মেয়ে যাবে। আমি তো তখন তাঁর সাক্ষীমতো ছিলাম। তখন তো *সওগাত* অফিসে দেখেছি একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছেন তিনি [নজরুল]। যাওয়ার সময় একটা কবিতা লিখে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছু দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : ফজিলাতুন্নেছার সঙ্গে নজরুলের কিছুটা রোমান্টিক সম্পর্কের কথা কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্মৃতিচর্চায় উল্লেখ করেছেন এবং মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠিপত্রেও কিছু কথা জানা যায়। তা এ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

সুফিয়া কামাল : এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। কাজী মোতাহার হোসেন আপনার মামা তো! আমরা তাঁকে 'আব্বু' বলতাম, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার স্বামী তো তাঁর হোস্টেলে থাকতেন। বিয়ে হওয়ার পর কলকাতায় তিনি আমাকে দেখলে তো খুবই আদর করতেন। তিনি বলতেন, 'আমার একটি মেয়ে।' এখনো ওরা সেই হিসেবেই বলে যে 'আব্বুর আরেকটা মেয়ে।' ওদের কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান হলে আমাকে খবর দেয়। তো এসব কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো আলোচনা হয়নি।

আবুল আহসান : প্রতিভা বসুর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ছিল?

সুফিয়া কামাল : আমি যখন কলকাতায়, তখন তিনি ঢাকায়। আবার আমি যখন ওখানে গেলাম, শুনলাম তিনি শান্তিনিকেতনে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে গেলাম, শুনলাম তিনি কলকাতায়। এখন তো তিনি চলাফেরা করতে পারেন না, পঙ্গু হয়ে গেছেন। কাজেই আমার দেখা হয়নি।

আবুল আহসান : নজরুলের জীবনে তো এসব রমণীর প্রভাব-প্রেরণা আছে, নজরুলের গান, তাঁর কবিতায়—

সুফিয়া কামাল : এসব শুনেছি, কিন্তু আমার চোখে কোনো দিন পড়েনি। আমাদের সঙ্গে তো খুব মেলামেশা করেছেন। আঙ্গুরবালা, সাহানা দেবী, কাননবালা—এঁদের সঙ্গে সব নাচ-গান করতেন, শুনেছি। আঙ্গুরবালা তো কবিকে দেখতে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। তখন দেখি—এই শেষ দেখা—'দাদা, দাদা' বলে নমস্কার করে বলেন, 'উনি তো আমাদের দেবতা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : নজরুল তো তাঁর *সঞ্চিতা* বইখানা ফজিলাতুন্নেছাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। চিঠিতে সেই খবর জানা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফজিলাতুন্নেছা সাড়া দেননি।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, সে তো শুনেছি। বোধ করি আপনারাও শুনেছেন। আমি তো এসব কথা নিয়ে 'আব্বু'র সঙ্গে কোনো আলোচনা করিনি।

আবুল আহসান : 'আব্বু' মানে কাজী মোতাহার হোসেন তো?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন। তাঁর চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কেউ ছিল না। সুখে-দুঃখে যেমন বিদ্যাসাগর ছিলেন মধুসূদন দত্তের, তেমনি 'আব্বু' ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের।

আবুল আহসান : নজরুলের এই যে অসুস্থতা—এর মূলে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

সুফিয়া কামাল : নানা জনে নানা কথা বলে। কিন্তু কী যে হলো! আসল কথা তাঁর দুশ্চিন্তা। তিনি তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ছিলেন মধুসূদন দত্তের মতো। মধুসূদন কত বড় পরিবার থেকে এসে একদম নিঃস্ব হয়ে গেলেন, আর বেচারা নজরুল নিঃস্বের ঘর থেকে এসে চেয়েছিলেন একটু আরামে থাকবেন। কিন্তু সেইটা তাঁর কপালে হয়নি। দারিদ্র্য তাঁকে খুব বিপর্যস্ত করেছে। আমার মনে হয় যেটি, যদি সময়মতো একটু সচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারতেন, চিকিৎসাটা ভালো হতো; যদি তাঁর বউ ওই রকম হঠাৎ অসুস্থ না হয়ে পড়তেন, তাহলে বোধ হয় এইটা হতো না। আমার তা-ই মনে হয়। সংসারে—ওই যে বলে উদাসীন, সত্যি একজন উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সংসার-ছেলে-বউকে এত আদর করতেন—না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমরা তো নিজের চোখে দেখেছি। ছেলেদের এত ভালোবাসতেন—তাঁর ছেলেটা মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। তারপর বউ পঙ্গু হয়ে গেলেন—এসব নানা দিক দিয়ে তিনি খুব মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তাঁর শুধু মনে হতো, পয়সা নেই বলে ভালো চিকিৎসা করাতে পারলেন না। এই দুঃখটা মন থেকে কখনো যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : নজরুলকে যখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় আনা হলো, সেই সময় কি আপনি দেখতে গিয়েছিলেন তাঁকে?

সুফিয়া কামাল : আমি তো প্রায়ই যেতাম। কিন্তু আমার ভালো লাগত না। গেলে খুব বিষণ্ন হতাম। অথচ আমি গেলে চিনতে পারতেন তিনি। গেলে হাত ধরে বসে থাকতেন। আর সবাই বলত, 'বোধ করি আপনাকে চিনেছেন।' সবাই গেলে অনেক চিৎকার করতেন, রাগ করতেন। আমি গেলে এইটা করতেন না। হাতটা ধরে বসতেন। কী কী সব দেখাতেন। আমার খুব কষ্ট হতো, এ জন্য আমি প্রায়ই যেতাম না। আমার খুব কষ্ট লাগত। শুধু তাঁর মুখের একটা কথা যদি আপনারা শুনতে পেতেন, কী রকম যে—

আবুল আহসান : একজন শিল্পী হিসেবে—একজন লেখক হিসেবে নজরুলকে কীভাবে বিচার করেন?

সুফিয়া কামাল : সেই তো বললাম যে সমুদ্রের কোনো তুলনা হয় না। কীভাবে আপনাকে বোঝাব? নজরুলকে যখন এখানে আনে, আমার খুব ভালো লাগে। কারণ, এখানে এসে তিনি আদর-যত্ন পেয়েছেন। কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। কিন্তু সেই মানুষ আর দেখিনি। আগেও যখন মুসলমানসমাজ তাঁকে অবহেলা করেছে, তখন থেকেই তাঁর মনে একটা আঘাত ছিল। তখন যদি একটু যত্ন করত, তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু সেই সময় যা অবহেলা হয়েছে! ওদিকে হিন্দুরা, তখন তারা বলা শুরু করল—'নেড়ে', আর মুসলমানেরা বলত 'কাফের হয়ে গেছে'। কত রকম, কত রকম কথা হয়েছে! কিন্তু তা তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। হেসে-খেলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মনে কিন্তু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত আহত হয়েছেন।

আবুল আহসান : এমন মানুষ তো আর জন্মাল না—এমন বিশুদ্ধ বাঙালি এবং পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক—এমন মানুষ!

সুফিয়া কামাল : একজন রবীন্দ্রনাথ, আরেকজন নজরুল। যুগে যুগে একজনই হয়। বেশি হয় না। আপনারা অবশ্য ছেলেমানুষ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের (১৯৩৯) পর কলকাতায় স্বামী কামাল উদ্দীনের সঙ্গে

আমি তো দেখে গেলাম। এই যে একেকজন, যুগান্তকারী একেকজন একেক যুগের ওপর এসে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যান। মুসলমানসমাজকে নজরুল জাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

আবুল আহসান : নজরুলের গান তো আপনাকে নিশ্চয়ই টানে। তো আপনার খুব প্রিয় নজরুলের দু-একটি গানের কথা বলবেন?

সুফিয়া কামাল : আমার প্রিয় গান তো অনেকই আছে। কয়টা শুনতে চান?

আবুল আহসান : দু-একটির উল্লেখ করলেই চলবে, যা আপনাকে খুব নাড়া দেয়, অভিভূত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : একটা গান আছে না,—'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়'। তারপর 'আসে বসন্ত ফুলবনে'। তারপর ইসলামি গান তো অনেক রকম আছে। অনেক গান আছে। কিছু গান আছে, যার তুলনা হয় না। নজরুলের গান তো মানুষের মধ্যে সৌকুমার্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমান মেয়েরা যে কথা বলতে পারে, মুসলমান মেয়েরা যে লিখতে পারে, মুসলমান মেয়েরা যে গান করতে পারে, এটা কিন্তু আগে কেউ সাহস পেত না। নজরুলই মুসলমানের ঘরে ঘরে গানের প্রচার করে একটা জাগরণের সুর সৃষ্টি করে গেছেন। আকাশটা বাড়িয়েছেন গানের, কবিতার, সাহিত্যের।

আবুল আহসান : নজরুলের কবিতা—অনেক কবিতাই তো নিশ্চয় আপনার প্রিয়। তার মধ্যে দু-একটি কবিতার কথা বলুন, যা আপনাকে খুব মুগ্ধ ও প্রাণিত করে।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, 'নারী' কবিতা, 'সাম্যবাদী'—সব কবিতাই আগে মুখস্থ ছিল। এখন তো বলতে পারব না। সাম্যবাদের কবিতা, 'নারী' কবিতার কথা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

আমরা তো তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, এখন আর কী বলব আপনাকে! এখন তো অন্যের মুখে শুনতে আর অতটা ভালো লাগবে না। সে রকম আবৃত্তিও আর কেউ করতে পারবে না। সেই গলাও আর কারও নেই। তবু যখন শুনি, তখন ভালো লাগে। অনেকে নজরুলগীতি গায়। এটা আবার এখন নজরুলসংগীত হয়েছে, আগে তো নজরুলগীতি ছিল। এখন নজরুলসংগীত গায়। এখানে ঢাকায় প্রথমে নজরুলসংগীত গায় সুধীন দাশ। নজরুলসংগীতটা সুধীন দাশ আর সোহরাব হোসেন—এই দুজনই ঢাকায় স্থায়ী করে নিয়েছে। এর আগে ঢাকায় এত চল ছিল না।

আবুল আহসান : নজরুলের প্রেমের কবিতা আপনার কেমন লাগে?

সুফিয়া কামাল : প্রেমের কবিতা তো তাঁর সবগুলোই ব্যথার কবিতা—সবগুলোই। এ নিয়েই তো একটা জীবন শেষ করে দিলেন নিজের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : এসব কবিতার পেছনে কবির নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনা কি লুকিয়ে নেই?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, ব্যথা—সব শূন্যতা নিয়ে তাঁর ওই সব লেখা। তাঁর কবিতাগুলো সব শূন্য, কোনোখানে তার পূর্ণতা নেই। আপনিও নিশ্চয় পড়েন, বুঝতে পারেন। এই সমস্তটা, সব জায়গায় তাঁর একটা ব্যর্থতার মধ্যে, একটা ব্যথার মধ্যে, সব অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা। এত ব্যথা, এত বেদনা আর যেন কোনোখানে নেই। তাঁর সারাটা জীবন এ রকম কেটে গেছে। মুহূর্তের জন্যও বেদনা তাঁর কখনো যায়নি। সেই যে সমুদ্রের এত গর্জন, সেই গর্জনই রয়ে গেল। অবশ্য তিনি লিখেছিলেন—'সেই দিন হব শান্ত'। কিন্তু সেই দিন আর তাঁর জীবনে আসেনি। এটাই বড় দুঃখ।

আবুল আহসান : নজরুলের মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি-সমাদর কি যথাযথভাবে হয়েছে বা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সুফিয়া কামাল : শুনুন, একদম যে হচ্ছে না, তা নয়। মানে যারা অন্তর দিয়ে করছে, যারা তাঁর ভক্ত, যারা বোঝে—তাদের মধ্যে নজরুল তো চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেনই, আর চিরকালই দেশে-বিদেশেও তিনি থাকবেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যে প্রহসন হচ্ছিল, এটা আমার খুব ভালো লাগেনি। এখন অবশ্য তা নেই। তাঁর মূল্যায়ন তো কেউ কোনো দিন করতে পারবে না। রবিঠাকুরই বলেন আর নজরুলই বলেন, মূল্যায়ন সহজ নয়। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন, তার কতখানি আমরা দিতে পারি! আমরা প্রকাশ করতে পারিনি। যারা করছে, তারা কি অতখানি প্রকাশ করতে পারে? কিন্তু শেষ জীবনে নজরুল এখানে এসে যে সম্মান পেয়েছেন, এটা যদি একটু আগে হতো, তাহলে ভালো হতো। শেষ জীবনে আমরা তাঁকে বড় অবহেলা করেছি।

আবুল আহসান : পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে—এই দুই দেশে তো নজরুল নিয়ে নানা আলোচনা-গবেষণা হচ্ছে। নজরুলসংগীতের চর্চাও হচ্ছে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার নানা ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার কি মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গেই বেশি কাজ হচ্ছে, না বাংলাদেশে?

সুফিয়া কামাল : আমি বহুকাল পশ্চিমবঙ্গে যাইনি, বুঝলেন? ওঁদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আপনারা তো যান, আপনারা আমাকে বলতে পারেন। আমি তো যাই না। তবু ওখানে এখন নজরুলকে অনেকেই স্মরণ করেন, অনেকেই করেন। বাংলাদেশে তো বেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান হয়—নজরুল একাডেমীতে হয়। রফিকুল ইসলাম আছেন না? তিনি তো গবেষণা করে যাচ্ছেন, গবেষণামূলক অনেক বইটই বের করেছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধও বেরিয়েছে।

আবুল আহসান : নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায়।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, ওটা তো সরকারি। খুব ভালোই হয়েছে। মাহফুজউল্লাহ একবার চলে গেলেন, আবার এসেছেন। ও তো আমার বাড়ির পাশেই—

আবুল আহসান : নজরুল ইনস্টিটিউট কেমন কাজ করছে?

সুফিয়া কামাল : আমি তো এসব সরকারি ব্যাপারে এখন যাই না। আমার কারও কাছে যেতে খুব সংকোচ লাগে। জানি যে করতে পারব না কিছুই। জানি যে ভালো কাজই চলছে। শুনলাম, অনেক বইটই—গবেষণামূলক বই বেরিয়েছে। এই তো শুনেছি আমি। এখন তো যেতেই পারি না, হাঁটাচলা করতে পারি না। আপনারা যান না নজরুল ইনস্টিটিউটে?

আবুল আহসান : হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে যাই। আপনি কি মনে করেন, আমাদের দেশে নজরুলচর্চার জন্য, নজরুল-স্মৃতি রক্ষার জন্য যা করা হচ্ছে, তা কি যথেষ্ট? না আরও কিছু করা উচিত?

সুফিয়া কামাল : আর কিছু করা মানে তাঁর এই সাহিত্যগুলো বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এর চেয়ে বেশি কিছু বহারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়, সেটা ভালো নয়। এটাকে তারা ব্যাপকভাবে যদি করে, সেটাই ভালো। আর এটার চর্চাটা যাতে বজায় থাকে, সেটা করাই উচিত। এর চেয়ে বড় একটা বাড়ি করে হ্যান্ করব ত্যান্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে রাজপথে বেগম সুফিয়া কামাল

করব—ওসবে হবে না। আসল কথা হচ্ছে, এটা, মানে নজরুলের সাহিত্য ঘরে ঘরে প্রচার করা, যাতে করে সবাই তাঁর মর্যাদা বুঝতে পারে। সেটা করলেই ভালো হবে।

আবুল আহসান : আপনাদের সময়ে নজরুলের গান যে সুরে গাওয়া হতো, এখনকার গায়কির সঙ্গে তার কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?

সুফিয়া কামাল : কিছু জিনিস বুঝি। আমরা শুনি যে সে তো অনেক রকম সুর, নানা রকম সুর। তখনই মনে হয়, এই সুর আমাদের সময় ছিল না। নজরুল থাকলে এসে এক থাপ্পড় লাগাতেন। তিনি তো নিশ্চয়ই এ রকম করতেন। আব্বাসউদ্দীনও থাপ্পড় লাগাতেন। আমরা তো দেখেছি, হাতে করে গান শিখিয়েছেন। এই কে মল্লিক গান করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বাসউদ্দীন সাহেব গান করতেন। আব্বাসউদ্দীন সাহেব অবশ্য আমাদের বাড়িতে কখনো আসেননি। নজরুল কে মল্লিককে নিয়ে এসেছেন—দিলীপ রায়—এঁদের নিয়ে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। কত গান করেছেন! গানে একটুও ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

আবুল আহসান : নজরুলকে ঘিরে তো আপনার অনেক স্মৃতি, অনেক অনুভূতি—তো সেই নজরুলকে নিয়ে আপনি কি কোনো কবিতা লিখেছেন?

সুফিয়া কামাল : প্রচুর কবিতা লিখেছি, তার কোনো অন্ত আছে!

আবুল আহসান : কোনো কবিতার কিছু অংশ কি আপনার স্মরণে আছে?

সুফিয়া কামাল : এটাই আমি বলতে পারব না। আমার কবিতার দুটি লাইনও আমার মনে নেই। অনেক কবিতা নজরুলকে নিয়ে লিখেছি। এখন আর বলতে পারি না। অনেক দিন হয়ে গেছে।

আবুল আহসান : আপনার কাব্যচর্চায় নজরুলের প্রভাব কীভাবে আপনি স্বীকার করেন?

সুফিয়া কামাল : ওই তো, তিনি নিজেই আমাকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, 'নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে লেখা পাঠাও।' নাসিরউদ্দীন সাহেবকে আবার বলেছেনও। তা না হলে তো কোনো যোগাযোগই হতো না।

আবুল আহসান : সেটা তো গেল আপনার প্রেরণাগত দিক। আমি বলছি যে তাঁর কাব্যভাবনা বা শৈলীর দিক থেকে কোনো প্রভাব আপনার ওপরে কি পড়েছে?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, ওই তো বললাম যে, আমি তখন থেকেই নজরুলের কবিতার ভক্ত, যখন আমি পড়তে-লিখতে শিখলাম। আমি বললাম যে আমাদের ওখানে মেয়েদের বাংলা শেখা বা বাংলা লেখা তো নিষিদ্ধ ছিল। অনেক পত্রপত্রিকা আসত। *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, তারপর *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*। তখন আমি বানান করে করে একটু শিখতে লাগলাম। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের একটা লেখা দেখলাম, *হেনা* বলে একটা উপন্যাস ছিল ওই *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* [উপন্যাস নয়, গল্প—কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।—আ. আ. চৌ.]। ওটা পড়ে সেই সময় আমার মনের মধ্যে একটা অসম্ভব রকমের আবেগ তৈরি হলো যে লিখতে আমিও বোধ করি পারব। এত ভালো লেগেছিল! তখন আমার বয়স কত—অনুভূতি বলতে যে কী আছে, জানি না। এ রকমই বোধ করি হয়, সবারই বোধ করি হয়। এভাবে লেখার দিকে আমার একটু ঝোঁক এল—ভাবলাম, আমিও চেষ্টা করব এ রকম করে। এত সুন্দর ছিল লেখাটা। আর *প্রবাসীতে* রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলাম। তখন সেই কবিতার স্বাদটা আমার মনে আছে। তখন আমার বয়স কত—এই দশ-এগারোর বেশি হবে না। এখন বলতে গেলে অনেক কথা আসে, সেই আমাদের বাড়িঘর—সেই প্রাসাদের মতো বাড়িটা—আমার সঙ্গী-সাথি কেউ ছিল না। এই বই নিয়ে আমি থাকতাম, ওখানে পড়ে পড়ে চুপচাপ করে পড়তাম। চুরি করে বাংলা শিখেছিলাম, আমার আম্মা অবশ্য বাধা দিতেন না। বসে বসে মনের মধ্যে একটা ভাবনা জাগত—এত সুন্দর কারা লিখতে পারে? এত সুন্দর যারা লিখতে পারে, না জানি তারা কী রকম মানুষ! তারপর বেগম রোকেয়া লিখতেন, বেগম সারা তৈফুর, সৈয়দা মোতাহেরা বানু লিখতেন। এই দেখে দেখে আমার মনে হলো যে তাঁরা তো লিখতে পারেন, বোধ করি আমিও লিখতে পারব। হিন্দু মহিলারা তো অনেকে লিখতেন তখন। মুসলমান মহিলারা তো তখন বেশি লিখতেন না। তখন তো বেগম রোকেয়াই লিখতেন আর বেগম সারা তৈফুর লিখতেন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু কবিতা লিখতেন।

আবুল আহসান : আপনার এই যে সামাজিক চেতনা ও কাজ এবং প্রতিবাদী ভূমিকা—এর মূলে নজরুলের কোনো ভূমিকা বা প্রভাব কি আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : নজরুলের কবিতা পড়ে—অবশ্যই 'সাম্যবাদী' কবিতা-টবিতা পড়ে, 'নারী' কবিতা পড়ে আমার ভেতর একটা চেতনার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু এটা হলো অন্য দিক। এটা কী করে যে গেলাম—অনেকেই বলেন, শহীদুল্লা কায়সার বলতেন, 'খালাম্মা, আপনি এত বড় ঘরের মেয়ে, পর্দানশিন ঘরের মেয়ে, সমাজের কাজে মাটিতে কী করে নেমে এলেন?'—সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। তবে বরিশালে অশ্বিনীবাবুর ওখানে তাঁরা *তরুণ* নামে পত্রিকা বের করতেন, সেই অশ্বিনীবাবুর ভাইয়ের ছেলের বউ বাসন্তী দেবী—তাঁরা ওখানে 'মাতৃমঙ্গল' নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। আগেকার দিনের বরিশালের হিন্দু মহিলারাও বেশ পর্দানশিন ঘরের ছিলেন। বেশি রাস্তায়-টাস্তায় বেরোতেন না। তিনি যে 'মাতৃমঙ্গল' বলে একটা সমিতি করলেন—ওখানে গার্লস স্কুল ছিল। সেই বালিকা বিদ্যালয়ের ভেতরে ওখানে আমরা গেলাম—তখন বোরকা পরে গাড়িতে ঢাকাঢুকা দিয়েই আমরা গেলাম। এই প্রথম বোধ করি আমার মনে হলো যে মেয়েদের জন্য কিছু করা দরকার। এত কষ্ট তাদের! এই দরিদ্র ঘরের মানুষ, মানে দরিদ্র ঘরের মেয়েদের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়—মেয়েরা কী রকম অবহেলিত আর কত গরিব! আগে তো আমাদের সেই বিশাল রাজকীয় প্রাসাদের সঙ্গে গরিবদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বরিশালে প্রথম এখানে এসে দেখলাম, দারিদ্র্যের কী নিষ্ঠুর পীড়ন আর মেয়েদের ওপর কী অত্যাচার, তারা কত অবহেলিত! এটা আমি এখান থেকে পেলাম। তখন তো নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার, সেই অল্প বয়সে—১৪ বছর বয়স আমার তখন। বরিশালে 'মাতৃমঙ্গলে' এসে এই প্রথম দেখলাম যে সমাজের সেবা করার অনেক কাজ আছে। এই শুরু হলো আমার সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ।

আবুল আহসান : বাঙালি—বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা আপনাদের কালে বলা চলে যে খুব শোচনীয় ছিল। তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৭, ধানমন্ডির বাসায় রোকেয়া পদক গ্রহণের পর অন্তরঙ্গ পরিবেশে সুফিয়া কামালের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ধানমন্ডির বাসায় রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ও নূরজাহান বেগমের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আলাদা একটা অস্তিত্ব, তা কোনোভাবেই স্বীকৃত ছিল না। নানাভাবে তাঁরা ছিলেন অবরুদ্ধ। অবরোধবাসিনী এই বাঙালি মুসলমান সমাজের নারীমুক্তি আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা কতটুকু?

সুফিয়া কামাল : নজরুল তো কবিতা লিখেছেন এই 'সাম্যবাদী', 'নারী'—এসব। এমনি সাধারণত নারীমুক্তির জন্য যেকোনো সভা-সমিতি কোনো রকম কিছু—সেটা করেননি। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রেরণা পেয়েছে মানুষ—এটা আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে, তখন আমরা এসব ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার কাছ থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছি। যখন বেগম রোকেয়ার সঙ্গে কলকাতায় আমাদের যোগাযোগ হলো, তখন দেখলাম যে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে একটা উৎসাহ জাগল। তাঁর বইগুলো নিশ্চয় আপনি পড়েছেন। তিনি যে শুরু করেছিলেন—এই প্রথম 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বলে একটা সমিতি গঠন করেছিলেন। সেখানে আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম। আমাদের দূরসম্পর্কের কুটুম হতেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর স্কুলে পড়াতে। তখন তো আমরা কলকাতায় থাকতাম না। আমি তো তখন স্কুলে পড়িনি। কিন্তু বিয়ের পর যখন একেবারে কলকাতায় চলে এলাম, বাড়িঘর ভেঙে গেল নদীতে। আপনি হয়তো জানেন, আমাদের সমস্ত শায়েস্তাবাদ পরগনাটাই চলে গেছে। বাড়িঘর-মসজিদ—মানে কিছুই নেই। সে সময় কলকাতায় যখন আমরা থাকলাম, তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলো। সেখানেই লেখাপড়ার চর্চাটা বেশি করে হলো। এ হিসেবেই ভাবতে শুরু করলাম, মেয়েদের জন্য কী করা যেতে পারে। এই তো আমার বাড়িতে এখনো কত বই রয়েছে তাঁর, বিক্রি করতে পারছি না। সমিতি করলাম। তাঁর বইগুলো ছাপিয়ে ছাপিয়ে বিক্রি করছি। তাঁর কাছ থেকে এই প্রেরণাটা আমরা পেয়েছি। মহিলাদের ওপর, মেয়েদের ওপর কী রকম করে অত্যাচার—কী রকম করে অবিচার হচ্ছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : বেগম রোকেয়াকে তো আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং জেনেছেনও।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, একদম পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি আমাদের প্রথম বলেন, 'ঘরের মহিলাদের জন্য নয়, বস্তিতে তোমরা কাজ করো।' সেই বস্তিতে কাজ করে বস্তির মেয়েরাও যে মানুষ, মেয়েমানুষ হলেও যে মানুষ—বস্তির দুর্দশা আমরা দেখেছিলাম। কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে আমরা কাজ করেছি। কী রকম অসহায়! ওরা জানে না তার স্বামী কী এনে দেবে—কী খাবে, সে কথা—তার বাচ্চা আছে। ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। তারপর ঘরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে, তা জানে না। আমাদের গ্রামের মহিলারা অন্তত একটা খোলামেলার মধ্যে থাকে—ওরা তা-ও থাকত না। গ্রামীণ মহিলারা তো ঘাটে পানি আনতে যেত, খেতের কাজে যেত, কিন্তু কলকাতার বস্তির মেয়েরা—তাদের কথা আর বলবেন না। আমার নিজের চোখে দেখা।

আবুল আহসান : অবরুদ্ধ?

সুফিয়া কামাল : একেবারে অবরুদ্ধ। বেগম রোকেয়া বলতেন, 'ওদের সঙ্গে কাজ করো।' এই যে অবরুদ্ধ—আর অবরোধবাসিনী—আমাদের বড় ঘরে যেটা, সেটা ছিল আরেক রকম।

আবুল আহসান : সে তো শরিফ খানদানের ব্যাপার, বলা চলে এটা তাদের একটা শরাফতির লক্ষণ।

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, শরাফতির লক্ষণ। গ্রামের মেয়েরা অন্তত কলকাতার বস্তির মেয়েদের চেয়ে অনেক মুক্ত ছিল। তারা ঘাটে পানি আনতে যেত। তারা খেত-খামার দেখত। মানে খোলামেলা একটা পরিবেশে ওরা আসমানের মুখ দেখতে পারত।

আবুল আহসান : আপনাদের পূর্বসূরি বেগম রোকেয়ার যে নারীমুক্তির চেতনা বা নারী-জাগরণে তাঁর যে ভূমিকা, সেই সূত্র ধরে আমরা আজকের দিনের নারীদের কাজ ও কথাকে বিশ্লেষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে কী দেখতে পাই? নারীবাদী চেতনা বা এই যে তসলিমা নাসরিন—এঁদের বক্তব্য বা কাজ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

সুফিয়া কামাল : আচ্ছা বেশ, আপনি বলুন আপনাদের কী মত? আপনি কী বলেন?

আবুল আহসান : আসলে নারীর স্বাতন্ত্র্য, নারীর অধিকার, নারীর বিকাশ নিয়ে শাস্ত্রবাহক মৌলবাদীগোষ্ঠী ছাড়া আর কারও মধ্যে তো তেমন কোনো বিতর্ক নেই। সমাজের স্বার্থে স্বীকার করতেই হয়, করা প্রয়োজনও—নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা—সবকিছুরই। কিন্তু এসব বিষয়ে তসলিমা নাসরিনের যে তীব্র উত্তেজক বক্তব্য, সে সম্পর্কে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে থাকেন, যাঁরা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় লালিত, তাঁরাও কেউ কেউ করেছেন। নারীর সার্বিক মুক্তি-আন্দোলনের কাজে আপনার রয়েছে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। তাই আপনার মুখ থেকেই এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য ও মতামত জানতে চাই।

সুফিয়া কামাল : না, শুনুন! তসলিমা নাসরিন এখন তো খুব পরিচিত, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের যুগের থেকে আজকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তো এটা তো স্বাভাবিক—একেক যুগের একটা ধর্ম আছে না! আজকে আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আমার বয়স হলো ৮৫। কত যুগ, কত কাল কেটে গেছে। আমার মতো এত অভিজ্ঞতা বোধ করি আর কেউ লাভ করেনি মেয়েদের জীবন নিয়ে। তারপর তসলিমা নাসরিন যখন লিখতে শুরু করল, দেখলাম—লিখল যে—ও তো নিজের কথা কিছু বলে না, কোরআন থেকে এ-থেকে ও-থেকে কোট করে করে দিয়েছে—কোরআন এই বলেছে, রামায়ণ এই বলেছে, মহাভারতে এই বলেছে—ইত্যাদি। কোরআনে মেয়েদের যে অধিকারের কথা বলেছে, সেই কথা সে কিছু বলেনি। যেখানে যেখানে পুরুষের কথা আছে, সেইখান থেকে নিয়েছে—সেই কথা বলেছে। সেই নিয়ে একটা আন্দোলন হলো, তাকে কথা বলতে দেবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সুফিয়া কামালের সঙ্গে কথা বলছেন আসাদুজ্জামান নূর। পাশে নার্গিস জাফর

আমরা তখন একটা প্রতিবাদ করলাম যে লেখার স্বাধীনতা তার থাকা দরকার। আমরা মহিলা পরিষদ থেকে তার প্রতিবাদ করলাম। সে লিখবে না কেন? সে লিখুক, কী চায়—কী বলতে চায়, সে বলুক। আমরা প্রতিবাদ করলাম। এটা নিয়ে বেশ গন্ডগোল হলো। একদিন আমি একজনকে বললাম, তসলিমা নাসরিন মেয়েটিকে পেলে হতো। তা তিনি গিয়ে বললেন। একদিন তো এর চেয়ে রাত হয়েছে, মাগরিবের নামাজ পড়তে বসেছি। আমার শরীর অসুস্থ। আমার প্রেশার তো খুব বেশি, বসতে পারি না। তারপর তসলিমা এসেছে। নামাজ শেষ করে আমি বললাম, 'তুমি তো লিখছ, তুমি তো নিজে ডাক্তার, আমি খুব একটা অসুস্থ। মা, তুমি এসো আমাদের সঙ্গে, কাজ করো, তোমার লেখা আমার ভালো লাগে'—মহিলা পরিষদের কথা বললাম—'তুমি এসো, কাজ করো, তোমার মতো মেয়েদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দরকার আছে।' কিছু বলল না। 'আজকে তো আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। আর তুমি তো ডাক্তার, তুমি ডাক্তার হিসেবে আমার কাছে এসো, তুমি যখনই খুশি—আসবে। আমাকে দেখতেও তো আসতে পারো। আমার কাছে এসো। আমাদের দরকার আছে তোমার মতো মেয়ে।'—পিঠে হাতটা দিয়ে আমি বললাম। উঠে চলে গেল, কিছু বলল না। তারপর এই লেখালেখি। এমন সব লিখতে শুরু করল, এগুলো আবার আমার পছন্দ না। মানে লেখার একটা সীমা আছে না! আমরা মেয়েরা, আমরা অনেক কিছু চাই—কিন্তু লেখার মধ্যে একটা শালীনতা থাকা চাই। বিশেষ করে যখন এই মসজিদ ভাঙা হলো—বাবরি মসজিদ—তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা সারা ঢাকায় হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি—এখানে-ওখানে সব জায়গায়। সেই কালীবাড়ি থেকে শাঁখারীপট্টি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে হিন্দুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছি, যাতে সাম্প্রদায়িকতা না ছড়ায়, এটার ব্যবস্থা করছি। সে এদিকে কী আনন্দ, পুরস্কার-টুরস্কার সব পেয়ে গেল। এমন জঘন্য ওর লেখা—সেসব পড়তে পারলাম না! তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখতে পারলাম না। এসব লেখা অবশ্য আমাদের অল্পবয়সী মেয়েরা যারা, তারা হয়তো সমর্থন করেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। সে লেখিকা হিসেবে ভালো, কিন্তু এইটা আমি পছন্দ করিনি। আমি বললাম—'এসো'। তারপর কোনো মিটিংয়ে আমার সঙ্গে দেখা হলে উঠে চলে যেত। দু-তিনটি মিটিংয়ে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে আমাকে দেখে চলে গেছে। আমার সঙ্গে তার আর কোনো কথা হয়নি। তারপর তো সে দেশই ছেড়ে গেল।

আবুল আহসান : এবারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলব। আমরা জানি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদানের কথা, ভূমিকার কথা, আপনার অনুভূতির কথা। এখনো—এই বয়সেও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে আপনি যেভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন, তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আপনাকে আমাদের দেশের 'অভিভাবক' ও বাঙালি জাতির 'জাগ্রত বিবেক' হিসেবে বিবেচনা করি। মাত্র কয়েক দিন আগেই আপনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন করলেন—গত পরশুই তো। আমাদের গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপনি যদি অনুগ্রহ করে কিছু বলেন।

সুফিয়া কামাল : দেখুন, আমি তো কোথাও যাইনি—মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই বাড়িতেই তখন বন্দী। তখন আমাদের এসব গাছগাছালি, দেয়াল-টেয়াল কিছুই ছিল না। এখানে একটা বাড়ি, ওখানে একটা—আমাকে মিলিটারি পাহারা দিয়ে রেখেছে। সব খোলা। রেলিং-টেলিং তো পরে হয়েছে। এই ঘর একদম খোলা। এই পাড়ায় কোনো ভদ্রমহিলা-ভদ্রলোক কেউ ছিল না। কেউ ঘরে ছিল না। শুধু একজন মহিলা আর আমরা পাড়ায় ছিলাম। বাড়িঘর সব খালি। আমি তো হাতে কোনো অস্ত্রও নিতে পারিনি—কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু যখন যুদ্ধ লাগল, আমাকে এসে বলল বোরহান—বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—'খালাম্মা, এ রকম যুদ্ধ লেগেছে, মেয়েদের ওপারে পাঠিয়ে দিন।' তখন আমার মেয়েদের আমি পাঠিয়ে দিলাম আগরতলা হাসপাতালে—আমার দুটি মেয়ে এখানে ছিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। আমার জামাইকে—আমার বড় মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেলল মুক্তিযুদ্ধের সময়—চাটগাঁয়ের রেডিও অফিসে কাজ করত সে। মেয়ে দুটিকে পাঠালাম আগরতলায়। আমি এখানে থাকলাম। আমার স্বামী আর আমি। [... *অস্পষ্ট*]।

সামনে দিয়ে তো কেউ আসতে পারত না, মিলিটারি ছিল। তাই পেছনের দিক থেকে আসত। যারা যারা এখান থেকে চলে গিয়েছিল, তাদের রেশন কার্ড আমি রেখেছিলাম। রেশন কার্ডের চালটাল আমি তুলে রাখতাম। বস্তা মাথায় করে, গিয়াসউদ্দীন মাথায় গামছা বেঁধে লুঙ্গি পরে বস্তাভর্তি চাল নিয়ে যেত। টাকা-পয়সা নিয়ে যেত। বোরহানউদ্দিন এসে বলল, 'খালাম্মা, এ রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে।' তো মেয়েদের আমি কোথায় রাখি, আমার বাড়িতে তো কোনো লোকও নেই। বেবী মওদুদকে খবর দিলাম। বেবী মওদুদ ও আরেকজন মহিলা—সিলেটের নাহার—ওকে খবর দিলাম। আমাকে তো সবাই চেনে, আমি তো বেরোতে পারি না। মিলিটারিরা সব সময় আমার পাহারায়। ওদের দিয়েই এখানে-ওখানে মেয়েদের একটু জায়গা করে দিলাম। লালমাটিয়ায় অ্যাডভোকেট একজন ছিলেন মেহেরুন্নেছা, তাঁর বাড়িতে কিছু রাখলেন। এই করে করে—এখানে বসে থাকতাম, এখানে বসেই—বারান্দায় বসে বসে কাঁথা সেলাই করতাম আর সব সময় খবর নিতাম। মেয়েগুলোকে পার করে দিলাম। আরও মেয়েদের পাঠালাম। আগরতলায় অনেক মেয়েকে পাঠালাম। আল্লাহ্, মরে যাক, তবু যেন মিলিটারির হাতে না পড়ে। বড় দুঃখের দিন গেছে।

আবুল আহসান : এই মুক্তিযুদ্ধে কত ত্যাগ, কত তিতিক্ষা, কত উৎকণ্ঠা, কত রক্তের নেপথ্য ইতিহাস আছে, যা হয়তো কোনো দিনই কেউ জানবে না।

সুফিয়া কামাল : শুনুন, এখন বড় দুঃখ লাগে এই সময়ে এই কথা বলতে, এই বাঙালিরা এখন বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে। পাঞ্জাবি নেই, শিখ নেই—এই যে বাঙালিরা মেয়েদের ওপর এত অত্যাচার করছে, এ জন্য আপনারা কিছু করতে পারেন না? কী যে লজ্জার কথা, কী রকম যে দুঃখের কথা—এই দুঃখে আমি মরে যাচ্ছি। আমার প্রেসার—ডাক্তার বলে, 'আর আপনাকে ওষুধ দেব না। আপনার প্রেসার কমে না, আপনি খেতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না। আপনি খবরের কাগজ পড়বেন না।' নিত্য খবরের কাগজে পড়ি অত্যাচারের কাহিনি। আর এই যে এখন পুলিশ-টুলিশ পর্যন্ত মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করেছে। একটা মেয়েছেলে, কই, পার্লামেন্টে কোনো মেয়েছেলে কথা বলে না, কোনো একটা বেটাছেলে কথা বলে না। এই-ই তো দুঃখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০ জুন ১৯৯১, জন্মদিনে দুই মেয়ে সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামালের সঙ্গে

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে ছেলে সাজেদ কামাল ও তাঁর স্ত্রী রোজী কামালের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : এই যে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অবরুদ্ধ অবস্থাতেও আপনি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সাহস জুগিয়েছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে—এমন ধারণা কি পোষণ করতেন?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, সেটা তো বরাবরই পোষণ করেছি বলে বুকে বল ছিল—নিশ্চয়ই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবে, তাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আবুল আহসান : বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

সুফিয়া কামাল : ওরকম আরেকটা মানুষ হবে না। বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে কেউ ভালোবাসবে না। এখন যারা আছে, তারা সবাই নিজের পদটা কতখানি বজায় থাকবে, এইটুকুন ভাবে। তা ছাড়া দেশের কথা কেউ ভাবছে না। ওরকম বলিষ্ঠ সাহসী দেশপ্রেমিক মানুষ আর হবে না, এই আমি বুঝি। তাঁর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু দেশকে ভালোবাসত সে, সাহসী ছিল, সংগ্রামী ছিল। [...অস্পষ্ট]। তার মতো আরেকটা মানুষ হবে না।

আবুল আহসান : মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ, যে উদ্দেশ্য ছিল, আজকে আমরা কি তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি?

সুফিয়া কামাল : অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন মুক্তিযুদ্ধের কোনো আদর্শ নেই, এখন আছে নিজের পদের আদর্শ। কে কতখানি পদ আঁকড়ে থাকতে পারবে—গালাগালি, কাদা-ছোড়াছুড়ি এসব নিয়ে। একটা মানুষের মধ্যেও আমি দেখছি না যে কেউ দেশের কথা ভাবছে।

আবুল আহসান : এই যে এখন আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে—আমরা বাঙালি, না বাংলাদেশি? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

সুফিয়া কামাল : এসব যারা করে করুক। ওসব নিয়ে আমি মোটেই ভাবি না। আমরা বাঙালি—বাঙালি, ব্যস্। ওসব যারা বলে, তার কোনো মানেও নেই, মূল্যও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সেলিনা হোসেনের হাতে পদক তুলে দিচ্ছেন সুফিয়া কামাল

আবুল আহসান : আজকে আমরা লক্ষ করছি যে চারদিকে অবক্ষয়, অধঃপতন, হতাশা, নৈরাশ্য। এই অবস্থা থেকে জাতি হিসেবে আমাদের মুক্তির উপায় কী?

সুফিয়া কামাল : মুক্তির উপায় তো আপনারাই করতে পারেন। একবারে সবাই যদি একসঙ্গে থাকত—খালি দল, খালি দল, খালি বিভক্তি, খালি বিভক্তি—এতে কিছুই হবে না। সবাই যদি একত্র হয়, তাহলে হবে। সেই সময় যখন মারামারি হয়—শিবিরের দল এই গিয়াসউদ্দীনের বোনের হাত ভেঙে দিল মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে। তখন আমি ওখানে বসে বলেছিলাম, 'পাঁচ কোটি মানুষ,—পাঁচ কোটির মধ্যে যদি এক কোটি শিবির হয়, তবে চার কোটি মিলে কি একটা শিবিরকে আমরা প্রতিরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারি না? লজ্জা লাগে না!' এ কথা নিয়ে আমার ওপর শিবিরের মানুষেরা কত রকম কত কিছু করল। কত ছুরি দেখাল, কত লাঠি দেখাল, কত 'মুরতাদ' বানাল, কত হুমকি দিয়ে চিঠি দিল। তখন কোনো বেটাছেলে একটা কথাও বলল না। এখন তার শাস্তি ভোগ করছে। এখন এই বাঙালির যে ভীরুতা, বাঙালির যে হীনম্মন্যতা—এ কাটিয়ে আমরা আশা করছি নতুন একজন কেউ আসবে, কোনো একজন নেতা। এখন না আছে এখানে মনীষী, না আছে নেতা, না আছে সেনাপতি। একদম শূন্যের ওপর আমরা আছি। আমি আশা করছি, এ রকম একজন আসবে, যে আমাদের দেশকে আবার উদ্ধার করবে।

আবুল আহসান : একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী যারা আছে, তাদের কি বিচার হওয়া প্রয়োজন?

সুফিয়া কামাল : নিশ্চয়ই প্রয়োজন। ১০-২০ বছর পর সব জায়গায় হচ্ছে, এদের হবে না কেন? এত দিন হওয়া উচিত ছিল। হয়নি সেইটাই তো আশ্চর্য! কেউ তাদের ধরল না, কেউ তাদের বিচার করল না! সব নিজের পদ বজায় রাখতে রাখতে ২০ বছর ৩০ বছর কাটিয়ে দিল।

আবুল আহসান : আমাদের দেশে মুক্তবুদ্ধির লেখক-বুদ্ধিজীবীরা মাঝেমধ্যেই মৌলবাদী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ বিষয়ে আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন। কিছুদিন আগে প্রথাবিরোধী মুক্তমন লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ ডক্টর আহমদ শরীফও এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার শিকার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধেও একটা মহল অপপ্রচার শুরু করে তাঁকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে—তাঁর ফাঁসি দাবি করে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

সুফিয়া কামাল : জানি তো, একসঙ্গেই তো আমরা তখন কাজ করতাম। একসঙ্গেই কাজ করেছি। 'মুরতাদ' বলে তাঁকে ঘোষণা করেছে। এখন পর্যন্ত ওদের টার্গেট হয়ে আছেন। যেকোনো সময় হামলা করতে পারে। মাথার দামও ধরেছে। তো সেটাও আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৯. ধানমন্ডির বাসার বারান্দায় মেয়ে সাঈদা কামালের সঙ্গে শেষ ছবি

হবে না। এ জন্য বলি যে ওই ওরা ভীরু—চিরকালই ভীরু, অপরাধী যারা, তারা চিরকালই ভীরু থাকে। [...অস্পষ্ট]।

আবুল আহসান : দেশ বিভাগের আগে থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল—তাঁদের অনেককে আপনি কাছ থেকে দেখেছেন। শেরেবাংলা ফজলুল হক কিংবা সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, নাজিমুদ্দীন এবং সেই সঙ্গে তো আরও কাউকে কাউকে জেনেছেন। মানুষ ও জননেতা হিসেবে তাঁদের সম্পর্কে নিজের স্মৃতি থেকে কিছু বলুন।

সুফিয়া কামাল : সেই যুগের যাঁদের নাম করলেন, তাঁরা সবাই একেক দিক দিয়ে একেকজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী যেমন, শেরেবাংলাও সে রকম। শেরেবাংলার হুঙ্কার সেদিন দরকার ছিল। শেরেবাংলার মতো ওই রকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সেদিক দিয়ে শেরেবাংলা অনন্য। তারপর সোহরাওয়ার্দী সাহেব বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে যে পরিচয় দিয়েছেন, সে কথাও বলতে হয়। আমি তো অনেক দিন থেকে জানি। অবশ্য দুজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেক দিক দিয়ে তাঁদের তুলনার মধ্যে আছেন। তাঁরা যা করে গেছেন, সে রকম আর হবে না।

আবুল আহসান : একটি কথা আমাদের খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনাদের কালে যাঁরা ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী—রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রেই—কিন্তু আজকে আর সেই ধরনের বড় মাপের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না—এর কারণটা কী?

সুফিয়া কামাল : আমারও সেটিই জিজ্ঞাসা! এই যে বাঙালি এ রকম হয়ে গেল কেন? কিসের জন্য? এই বাঙালি খালি হাতে ভাষা আন্দোলনের সময় প্রাণ দিল, ভাষা আন্দোলন করল—দেশকে স্বাধীন করল। সেই বাঙালির আজকে এত অধঃপতন কেন? সেইটিই তো আমার জিজ্ঞাসা!

আবুল আহসান : ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ তো অবশ্যই আমাদের আলোচনায় আসবে। ভাষা আন্দোলনের সেই সময়ে আপনি ঢাকাতেই ছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সবকিছুই আপনার জানা। তো ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।

সুফিয়া কামাল : ভাষা আন্দোলন যখন হয়, তখন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তখন নিজের ভাষার জন্য সবাই যা করেছে, আমিও তা-ই করেছি। বেশি কিছু কি করতে পেরেছি? আমার ভাষাটা আমি বজায় রাখব, এইটিই চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষা যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টাই করেছি। আর কী করতে পেরেছি? যাঁরা বড় বড় মহলে আন্দোলন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে থেকেছি—এই পর্যন্ত।

আবুল আহসান : এবারে আমরা একটু সাহিত্যের কথায় ফিরে আসি। দেশ বিভাগের আগে সামাজিক-পারিবারিক কারণে আপনার লেখালেখির ব্যাপারে নানা সমস্যা-বাধাবিপত্তি মোকাবিলা করতে হয়েছে। তো সাতচল্লিশের দেশভাগের পর যখন ঢাকায় চলে এলেন, সেই সময় লেখালেখির ব্যাপারে কি একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা বা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামাল : কলকাতাতেই তো আমরা অনেক দিন ছিলাম। তারপর ওখান থেকে চলে এলাম। লেখালেখির সুযোগ-সুবিধা কলকাতাতেই বেশি পেয়েছি। ওখানেই পেয়েছি বেশির ভাগ। ঢাকায় তো পরে এসেছি। ঢাকায় অনেক পরে এসেছি।

আবুল আহসান : আপনার সাহিত্যজীবনে কোন পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রেরণা বা আনুকূল্য পেয়েছেন, তাহলে সেই সম্পর্কে আপনার জবাব কী হবে?

সুফিয়া কামাল : ওই *সওগাত*-যুগেই। ওই যুগেই আমাদের একটা স্বর্ণযুগ ছিল—*সওগাত*-যুগ। ঢাকায় এসে তো তখন এই নানা রকমের হাঙ্গামার মধ্যে পড়ি। ঢাকায় আসার পর তো একটার পর একটা আন্দোলন চলেছে। কলকাতায় *সওগাত*ই মুসলমানদের জন্য সাহিত্যচর্চার একটা প্রধান অবলম্বন ছিল।

আবুল আহসান : আপনার প্রিয় লেখক কে?

সুফিয়া কামাল : সবাই আমার প্রিয় লেখক। যে ভালো লেখে, সে-ই আমার প্রিয়।

আবুল আহসান : তবু যাঁরা আপনাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছেন, যাঁদের লেখা ভালো লাগে—

সুফিয়া কামাল : সে তো রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। তারপর আর আমি কারও লেখার কথা বলতে পারব না।

আবুল আহসান : বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলুন?

সুফিয়া কামাল : এখনকার লেখার সঙ্গে আমাদের লেখার অনেক পার্থক্য। নিশ্চয় সবাই ভালো লিখছে। এখন জাফর ইকবালের সায়েন্স-ফিকশন পড়ি বুড়ো বয়সে। (মৃদু হাসি)। কোনো একটা সাহিত্যপত্রিকাও নেই, সাহিত্যচর্চাও নেই, কিছুই নেই।

আবুল আহসান : আপনি কি মনে করেন, ভালো সাহিত্যপত্রিকা নেই বলেই সাহিত্যের চর্চাটা তেমন হচ্ছে না?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, তা-ই মনে হয়। কোনো একটা সাহিত্যপত্রিকা নেই। কোনো একজন সাহিত্যিকের জন্য—আগেকার দিনে যেমন *সওগাত* পত্রিকা একটা ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে সবাই সমবেত হতো—এখানে কোনো কিছুই নেই। সব ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আবুল আহসান : আমাদের ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী। আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় বাংলা একাডেমীর ভূমিকার গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন। তো সেই বাংলা একাডেমী সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

সুফিয়া কামাল : বাংলা একাডেমীতে আমি তো তেমন যাই না বহুকাল, কাজেই জানি না। বাংলা একাডেমীতে এখন প্রকাশনালয় হয়েছে, বইমেলা করে, আর কী হয়, আমি জানি না।

আবুল আহসান : বাংলা একাডেমীর কাছে কি আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি ছিল?

সুফিয়া কামাল : ছিল না? ওখানে—বাংলা একাডেমীতে আমাদের সব সাহিত্যিক আসবেন-যাবেন। দেখাশোনা হবে, গবেষণা হবে। কী হয়? একটা পত্রিকা কি ভালো বেরোচ্ছে বাংলা একাডেমী থেকে? আমি জানি না।

আবুল আহসান : বাংলা একাডেমীতে এই যে আপনার না-যাওয়া, এর পেছনে কী কারণ?

সুফিয়া কামাল : আমারই অসমর্থতা। আমি পারি না, এখন বয়স হয়ে গেছে। যখন এনামুল হক সাহেব ছিলেন, তখন আসতাম-যেতাম। তারপর এখন তো বহুকাল বাংলা একাডেমীতে আমরা যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন তো আমার এই বয়সে সম্ভবও না।

আবুল আহসান : আমরা এখন আপনার ব্যক্তিগত জীবনযাপন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনার বয়স পঁচাশি চলছে। আপনার প্রতিদিনের রুটিনটা এখন কেমন?

সুফিয়া কামাল : এই তো বাড়িতে আছি। আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, নাতনি আছে। পড়াশোনা একটু করি। আমাদের মহিলা পরিষদ বলে একটা সমিতি আছে, কোনো সময় ওখানে কাজ করি, ওরা আসে। এই আপনারা আসেন। এ রকম করেই দিন কেটে যাচ্ছে। দিন তো বসে থাকে না। তো আমি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অনুষ্ঠানে সুফিয়া কামাল

অসুস্থ। এই কয়েকটা মাস, আমি তো চার মাস ছিলাম সিলেটে। একদম শয্যাগত হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অসুস্থ ছিলাম। এখন তো এই কয় মাস আমি লেখাপড়া থেকেও একটু বিরত রয়েছি। মিটিংয়ে কদিন একটু কম যাচ্ছি। আবার এখন একটু চলাফেরা শুরু করেছি। কিন্তু সেটা মানা। এই তো এতক্ষণ বসে আছি, সেটাও আমাকে ডাক্তার মানা করেছে—'এক ঘণ্টার বেশি বসবেন না।'

আবুল আহসান : এখন কি কিছু লিখছেন?

সুফিয়া কামাল : না, এমন কিছুই লিখছি না। লেখাপড়া করতে পারছি না। চোখেও ভালো এখন দেখি না। প্রেসারের জন্য মাথাও তুলতে পারি না। বেশিক্ষণ বসতে পারি না।

আবুল আহসান : লেখার কাজে নতুন কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

সুফিয়া কামাল : না, সেটা আমি জানি না। যখন আমার ইচ্ছা করবে, লিখব। আগে কোনো পরিকল্পনা আমি করতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : আপনি আমাদের সমাজের প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের একটা জীবন্ত ইতিহাস। বনেদি সামন্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে বাঙালি মুসলমান সমাজের ওপরতলাকে জেনেছেন। আবার সাধারণ বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে নিম্নবর্গের নারীদের জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজকর্মের পাশাপাশি আন্দোলন-সংগ্রামেও শরিক হয়েছেন। সেই কৈশোর থেকে সম্পৃক্ত আছেন সাহিত্যচর্চার সঙ্গে। এই যে আপনার বিশাল-ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং আপনার কর্মময় জীবন। কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের একটা সবিনয় অভিযোগ, আপনার এই জীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। আমরা চেয়েছিলাম, আপনি বড় পরিসরে একটা আত্মকথা লিখে যাবেন। কিন্তু *একালে আমাদের কাল*—ক্ষুদ্র কলেবরের এই স্মৃতিচর্চাটিই আমাদের একমাত্র সম্বল হয়ে রইল।

সুফিয়া কামাল : আমি সেটি চাইনি। শুধু মানুষ অনেক কিছু লিখেছে, আমি সেটিও পছন্দ করিনি। আমার কোনো ইচ্ছাও নেই। ইচ্ছা ছিলও না, এখনো নেই যে আমার জীবন নিয়ে কোনো আলোচনা হোক বা আমি কিছু লিখে যাই। মানুষ জোর করে বা এই যে আপনি বললেন এত কথা, তাই আমি বললাম। আমি তো এসব নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না। আমার জীবনী নিয়ে একটা কিছু লেখার শক্তিও এখন আর নেই। আপনারা বললেন, তাই ছাড়া ছাড়াভাবে কিছু কথা বললাম। তো কিছু গুছিয়ে বলার মতো সাধ্যও আমার নেই। আর আমার জীবন নিয়ে আলোচনা হোক, এটাও আমি চাই না।

আবুল আহসান : আচ্ছা, এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ধর্ম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

সুফিয়া কামাল : যার যার ধর্ম তার তার কাছে। মুসলমানের ঘরে জন্মেছি—রোজা আছে, নামাজ আছে,—তার যতটুকু পালন করতে পারি, পালন করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডির বাসায় লেখকের সঙ্গে

আবুল আহসান : আপনি কি নিজে এই ধর্মের আচরিক দিকগুলো পালনে আন্তরিক আগ্রহী?

সুফিয়া কামাল : হ্যাঁ, আমি নামাজ-রোজা, এটা করতে চাই। এটা আমার সংস্কার। আমি ছাড়তে চাই না। রোজা করি, নামাজ পড়ি। সবই করি। করব না কেন?

আবুল আহসান : আপনার বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাহলে ধর্মনিষ্ঠ হয়েও একজন মানুষ উদার-অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন, তাতে কোনো বিরোধ নেই।

সুফিয়া কামাল : আমাদের ধর্মে কী আছে? কোরআনে কী আছে? কোরআনে আল্লাহ তায়ালাও তো বলছেন যে 'আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি সবই করতে পারতাম।' তাহলে আমি চারটে ফেরকা করলাম কেন? কোরআন যারা পড়ে, তাদের তো অর্থবোধ নেই—এরা ধর্মের নামে চিল্লায়। এরা কি কোরআন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে? বিশদভাবে পড়েছে? কোরআনে কী আছে, সেটা নিয়ে তো আমি বলেছিলাম তসলিমাকে, সেই কথা বলেছি—'তুমি একজন ভালো লেখিকা, তুমি এইগুলো লেখো যে কোরআনের ভেতর কী দিয়েছে।' তাহলে হজে কেন যায় মানুষ? মুসলমান মেয়েদের তো হজে যেতে মানা নেই। নবী কি বলেছেন ঘরে বসে থাকতে! [... *অস্পষ্ট*]। আমরা কী চাই, আমরা কতখানি নিতে পারি, কতখানি আমাদের অধিকার আছে—সেগুলো আমরা বুঝব না?

আবুল আহসান : উত্তর প্রজন্মের কাছে আপনার বক্তব্য কী—প্রত্যাশা এবং বাণী কী?

সুফিয়া কামাল : বাণী—তারা মানুষ হোক। মনুষ্যত্বের মর্যাদা নিয়ে তাদের নিজেদের মর্যাদায় তারা মানুষ হয়ে জেগে উঠুক। দেশের মানবসমাজের কল্যাণ হোক। সংসার সুশৃঙ্খলভাবে চলুক—এটাই আমি চাই। কী চলছে আজকালকার দিনে? খালি খুনাখুনি, মারামারি—বাঙালি হয়ে বাঙালির ওপর অত্যাচার করছে—এই তো দেখছি খালি। অত্যাচারই দেখছি, মানুষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখছি না। নতুন প্রজন্ম, সাহসী হোক তারা, সংগ্রামী হোক। তারা নিজের অধিকার বুঝে নিক। কি ছেলে কি মেয়ে, সবাই তো নির্যাতিত হচ্ছে! শেষ কথা এই যে, দুনিয়া ভালো হোক। সারা দুনিয়ায় যে রকম চলছে আজকাল, যে অত্যাচার-অবিচার-সন্ত্রাস, তা থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে মুক্ত করুক। মানুষ মানুষের মতো যেন বেঁচে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডির বাসায় নাতনি তিয়াকে কোলে নিয়ে

চিঠিপত্র

সুফিয়া কামালের লেখা

পত্র ১ : 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে

১৪/১, সারেং লেন
কলিকাতা
৪ঠা জুলাই ১৯২৭

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,

সময়ে অসময়ে অনেক রূপে অযথা বিরক্ত আপনাকে অনেক করে থাকি—ও যতদিন খোদার ফজলে 'সওগাত' সম্পাদক রূপে আপনি আছেন, ততদিন করবই। এতে কোনোদিন আপনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছুটি বলেন নি। সেই কারণে সাহসও বেড়ে গেছে বেজায় বেয়াড়া রকমের। কুণ্ঠালজ্জা বা দীর্ঘচ্ছন্দের ভূমিকাও তাই কোনোদিন আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে বসে করিনি। আজ এটুকুও হয় ত নিতান্তই অবাস্তব তবুও...।

কাগজে সেদিন দেখলুম, তাকে ঢাকায় কারা নাকি আক্রমণ করে মারধর পর্যন্ত করেছে।—যদি সত্যিই হয় যে, সে এমন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করায় তাকে এরূপ ভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তা হলে আরো বেশি করে দরকার ওকে আগ্‌লাবার।

বর্তমান সময়ে ওর একটা মান অপমানে আমাদের সমস্ত মোসলেম সমাজের মান অপমান জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আপনাদের আরো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে আছেন বটে কিন্তু তাঁরা শুধু অহং-ই। এরা নিজের অঙ্গে একটু আঘাত পেলে উহুঁ করবেন কিন্তু সমাজ কিংবা জাতীয় কোনো কাজে এদের কোনো টান নেই, এটা আপনি ভালোই জানেন। নয় ত আমাদের বাঙ্গালী মোসলেম জাতির মধ্যে একটি মাত্র সাহিত্যজগতের আশাপ্রদীপ ওই কাজী, ওর কি এমনি হেলার দশা হয় কখনো? এমন কেউ নেই যে ওকে আপন বলে স্বীকার করে। তাই-ত তার এ দশা।

আজ যদি বেঁচে থাকতেন মিসেস এম. রহমান, মায়ের কোলে শিশুর মতোই শান্তিতে কাজী থাকতে পারত কিন্তু ওটার দুর্ভাগ্য, তাই মা পেয়েও মা হারাল। এখন পর্যন্ত আর মিসেস রহমানের মতো একটি মা জন্মালো না এই আমাদের সমাজে। বোন ত জন্মাতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। ভাই?—তা-ও কি হতে পারে না? বোধ হয় তা পারে। তবুও আজ আশ্চর্য্য হচ্ছি যে এ সময় কারু কাছে কাজীর নাম করলেও শিট্‌কে ওঠেন, পাছে লজ্জা পেতে হয়—কি ক্ষোভ?

আমার স্বামী এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, নয়ত ওঁকে দিয়ে কাজীর খোঁজ নেওয়াতুম। আপনাকেই শুধু এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারি, আপনি ওকে দেখবেন। ওর মা হয়ে বোন হয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। হতভাগাটাকে পথ থেকে এনে স্নেহ দিয়ে ওকে বাঁধুন। এ দুরন্ত শাসনে শায়েস্তা হবেই না। যদি কোনো রকমে তাকে ধরে বেঁধে কলকাতা আনতে পারেন তবেই রক্ষা। নয় ত ওর লজ্জা, আমাদের লজ্জা, মোসলেম সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জা, মুসলমান সাহিত্যসেবীদের লজ্জা যদি ও এখন একেবারে নাম হাসিয়ে বসে। ভেবে দেখবেন একটু। তার মা-ও মারা গেছে শুনলুম। এখন কাজী কোথায় আছে ও তার স্ত্রী-পুত্র কোথায় আছে, অনুগ্রহ করে সত্বর জানাবেন। কি কি ঘটনা হলো আমাকে জানাবেন। ওর মা বেঁচে থাকলে হয় ত এমনি অধীর আগ্রহে আকুল অনুরোধ জানাত আপনাকে, আমিও জানাচ্ছি। আমি কাজীর বোন, আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট স্বীকার করে সব কথা জানাবেন ও তার দিকে একটু খেয়াল করবেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আর এক রবীন্দ্রনাথ হয়ত হবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আর হবে না।

ইতি—
সুফিয়া এন. হোসেন।

পত্র ২ : 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে

AMARBOI.COM

কলিকাতা [?]
২৩.৭.১৯২৯

[...] আমি আমার কাজ করে যাবো নীরবে, নিঃশব্দে। আমি পথের কাঁটা সরিয়ে যাব—এর পর যারা আসবে যেন কাঁটা না ফোটে তাদের পায়ে, তারা যেন কণ্টকবিদ্ধ পদে পিছিয়ে পিছিয়ে না পড়ে। ওইটুকু আমি করবো আমার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে। [...]

[সুফিয়া এন. হোসেন]

পত্র ৩ : 'মোয়াজ্জিন'-সম্পাদক সৈয়দ আবদুর রবকে

৮/৬/[১৯]৩৫

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব।

দিনকতক হয় আপনার সমিতির লোক এসেছিলেন আমার কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি মঈনউদ্দীন সাহেবের পত্র নিয়ে আসা কিন্তু তার দরকার ছিল না। আজ আপনাদের সমিতিকে না চেনে এমন লোক বোধ হয় নেই—আর আমি হয়তো এর জন্মকাল থেকে এর সঙ্গে পরিচিতা ও একে কতখানি শ্রদ্ধা করি তা বোধ হয় আপনিই বেশী জানেন [।] কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এর সঙ্গে যোগাযোগ বা বিন্দুমাত্র সাহায্য করে ধন্য হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে শান্তনা-[সান্ত্বনা] এই—আমার মতো নগণ্যকে এতে দরকার নেই—কিছু আসে যায় না ও নিজের গুণে নিজেই ব্যাপ্ত-বিখ্যাত। অনেক গুণী অনেক যোগ্য ব্যক্তি এর সাহায্যকারী, খোদা তাদের সহানুভূতি ও আপনাদের শ্রম সার্থক করুন, কিছু না করতে পারলেও এ প্রার্থনা নিত্যই করি।

আপনারা লেখা চান। কিন্তু আমার লেখা মোয়াজ্জিনের উপযুক্ত হয় না বলে আমার লজ্জা হয় লেখা দিতে। অনেকদিন আপনাদের কোনো খবর পাই নি নিজেরও খবর দেবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উপায় নেই তাই চুপ করে ছিলাম। বর্তমানেও হাতে লেখা নেই, একটা লেখা যাও পেলাম জানি না এটা ভালো কি মন্দ। খাদেমুল এনসান সমিতিকে নিয়ে ঘোলা জল বলে একটা গল্প শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করি নি—কী জানি যদি আপনারা কিছু মনে করেন আর বর্তমানে এক সঙ্গে লিখে শেষ করা আমায় দিয়ে হয়ে ওঠে না, যদি অল্প অল্প করে নেন তবে দিতে পারি।

আপনার অসুখ শুনে বাস্তবিকই চিন্তিতা আমি। কেমন আছেন জানাবেন। কোয়েটা যাচ্ছেন কি?—আশা করি সমিতির কাজ নিয়মিত চলছে, খোদা এর প্রত্যেকটি কার্য্য সুসম্পন্ন করুন তার করুণায় মণ্ডিত করে, ভাগ্যাহতা বন্দিনী একটি বাংলাদেশের বিধবা বোন এর চেয়ে আর কী বলতে পারে।

আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন—ইতি

সুফিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র ৪ : আবুল ফজলকে

২৯ সি, রয়েড ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪/১/৩৭

শ্রদ্ধেয় জনাব,

আপনার ২৬/১২/৩৬ তারিখের চিঠি আমি কলকাতা এসে ১লা তারিখে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হলো, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার চিঠিখানা পেয়ে বাস্তবিক খুশী হয়েছি। আপনার সঙ্গেও পরিচয় চাক্ষুসভাবে নেই কিন্তু আপনার স্নেহের দান আমি আগেই পেয়েছি। আমারই উচিত ছিল আপনার কাছে প্রাপ্তি স্বীকার করে পত্র দেওয়া—তাও আমি দিইনি বলে লজ্জিতা। "আলোকলতা" ও "একটি সকাল" আমি পেয়েছি মঈনউদ্দীন সাহেবের মারফৎ, এতদিনে তার প্রাপ্তি সংবাদ দিলুম।

আপনার অনুরোধ আমি শুনলুম কিন্তু রাখবো কি করে ভেবে পাচ্ছি না। কবিতার বই বের করা আমার অনেক দিন থেকে আশা ছিল। সওগাত-সম্পাদক "সাঁজের মায়া"র ৪ ফর্মা ছেপেও ছিলেন, কিন্তু সে "সাঁজের মায়া" আমারই দুর্ভাগ্য নিশীথের আঁধারে মিলিয়ে গেছে। আর তার অস্তিত্বও খুঁজে পাচ্ছি না। সওগাত-সম্পাদক কিছু করবেন বলেও আশা করি না, তাঁর বাড়ি প্রতি রবিবারেই আমার যাওয়া হয়, ভরসাও দেন কিন্তু আরম্ভ আর হয় না। কবিতাগুলোর কোনো কপি আমার কাছে নেই, তাঁর কাছেও নেই, পুরাতন সওগাত থেকে বেছে নিতে হবে, তার ভার কে নেয়? তা ছাড়া টাকা আমার নেই, অন্য কোন প্রকাশকের সঙ্গেও জানাশোনা নেই, কেউ যে বেছে নিয়ে একটা বই বের করবেন সে রকম লোকও আমার নেই। রাধারাণী দেবীও আমাকে অনুযোগ করেছিলেন এ বিষয়ে, বলেছিলেন মুসলিম সমাজে কি কেউ এমন নেই যে, আপনার কবিতার বই বের করে? এর উত্তর আমি দিতে পারিনি। কারুর কাছে এ অনুরোধও আমি জানাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিনি, কাজেই কবিতার বই বের করার আশা আর করি না।

মাসিক পত্রিকার ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেষ্টাও আমি করি না, পড়াশোনাও তেমন করবার সুযোগ পাচ্ছি না,—যত সাধ তত নয়। আপনারা যাঁরা আমার উপর দাবি রাখেন তাঁরা দূরে আছেন, কাছে কারুকে পাইনে, একাকী-জগতে আমার শক্তি সামান্য। চারদিকের নিষ্পেষণে আমি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছি, আমাদের সমাজে বিধবার অবস্থা আপনাকে কি বলতে হবে নতুন করে? বিধির বিধানের উপর মানুষের বিধান বড় ভয়ানক। আমি কিছুই করতে পারছি না।

একই বিরহের কবিতা বার বার লিখে আমারই বিরক্তি ধরে গেছে। যদি তখনও আপনি ঠিকানা জেনে চিঠি দিতেন একটুও দুঃখিত হতুম না,—কিন্তু সূর্যমুখীর একই ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ বিলাসই শুধু দেখবেন, তার বিকাশ-বেদনা কি দেখবেন না? ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আপনি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর নিলে খুশী হব, সাহস পাব—পত্রের উত্তর দেবেন ত? আমার নাকি মুখে 'ঝাল' বেশী তাই অনেক পরিচিত জন আমাকে বয়কট করেছেন, আপনিও করবেন না কি?—তা করবেন না, যদি সত্যই জানেন আমার উপর আপনাদের দাবী আছে, তা হলে ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে আনন্দিতা হব। আমার শ্রদ্ধাভরা সালাম গ্রহণ করুন।

ইতি—

বিনীতা—
সুফিয়া

পত্র ৫ : আবুল ফজলকে

[কলিকাতা]
৭/১/৩৭

[...] প্রথমে একটি কথা বলে নেই—আমার দাদার বাবা বহু যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে পর্যটক হিসেবে আরব হতে এ দেশে এসেছিলেন, সে যুগে তখন আমি জন্মাইনি। সে আরবী খেয়াল যখন আমার নেই তখন যদি বাঙালীর মতই একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেই আপনার সঙ্গে অপরাধ হবে না ত? কী সম্পর্ক পাতাই তাই ভাবছি—এটা আমার স্বভাবদোষ, কারুর সঙ্গে চেনা হলে অমনি একটা কিছু বলে না ডাকলে শুধু মাননীয়, মাননীয়া, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাপদাসু বলে আমার মন ভরে না, তাই একটু প্রীতি-মধুর সম্পর্ক করতে চাইছি। ছোট যদি হতেন, নাম ধরে পরম স্নেহে ডাক দিতে দ্বিধা থাকত না, সমবয়সী হয়েই মুস্কিল করেছেন, কেন না নারী ও পুরুষ, কাজেই খাটবে না। [...] বাংলাদেশে বা যে কোন দেশেই হোক দেবর ভাজ বা বেয়াই বেয়ান একটা স্নেহমধুর সম্পর্ক আছে—আপনার ছেলে ৭ মাসের আমার মেয়ে ১০ বছরের হোক কিছু যায় আসে না, যদি বলেন আপনার সঙ্গে বেয়াই সম্পর্ক পাতাতে আমি সম্মত, আপনি রাজি ত?"

[...] সমাজে বাস করি, অপ্রিয় কানাকানিও হবে, সাহিত্য-আলোচনা ও নিঃসঙ্গতাও দূর হবে না—আপনি সব জানেন, অভিজ্ঞতা বেশি। আমিও জানি এইসব, তাই আমার মন আরো হাহাকারে ভরে ওঠে, যদি কখনও কেউ আসেন কথা কইব কিন্তু পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, আমার মন এরই বিরুদ্ধে রুখে ওঠে। কারুর বাড়ী গেলে আমার যাওয়াটার 'গভীর উদ্দেশ্য' কি তাই সন্ধান করতে পরিচিতেরা ব্যস্ত হয়ে উঠেন, এতে আমি দুঃখ বোধ করি। তাই আমার অনুযোগ, কেন আমাকে সহজ মনে এরা নেয় না? আর একটা কথা সত্যি বলব—কাজ করতে যদি কোন পুরুষের সঙ্গে নামি তা হলে সে পুরুষ, আমি নারী এ কথা আমার মনে হয় না। কিন্তু তার সন্ধান কে রাখবে বলুন? [...]

[সুফিয়া]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র ৬ : আবুল ফজলকে

[কলিকাতা]
২৩/১/৩৭

[...] আজ ২৫ দিনের আলাপ আমাদের। উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। ১৯৩৬ সালটা এত দুঃখে, এত কষ্টে, এত মর্মন্তুদভাবে কেটেছে যে তা বলবার নয়। ১৯৩৭টি কিন্তু প্রসন্ন হাসি হেসে আমাকে অনেক কিছুই মাত্র এ কয়টি দিনে দিলে—বৃথা নয়, মিথ্যা নয়, তুচ্ছ নয় ধরণীর এ দান—অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে আমি ধন্য হলুম। মনে হচ্ছে হারানো শৈশবের একটি দিন এই একটি মাসের রূপ ধরে শুধু আমারই জন্য ফিরে এসেছে—মনটার গ্লানি বেদনা অনেকটা কমূল।

কিন্তু মাঘ মাসের ১৫ই না যেতে আপনি কি বসন্তের দূত হয়ে এলেন নাকি? আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে যে এবার অনেকেরই শুভাগমন—মনে শুভ পত্রাগমনের ঘটা দেখছি, কথাটা ভালো, লক্ষণটা ভালো নয়। তা যাক লেংটার আর বাটপারের ভয় নেই, আমিও মানুষকে চিমটি কাটতে এবার শিখেছি। বসন্ত এলেও শিউলির রিক্ত শাখায় ফুল ফোটে না, সে সর্বনাশা শরতই শুধু পারে, কাজেই নির্ভয় আছি, মজার খবর পাবেন আরো। এতদিন এটুকু জানাবারও মানুষ ছিল না, বেয়াই পেয়ে বেঁচে গেলুম।

[...] সওগাতে আপনার 'চৌচির' পড়েছি, আবার তা নিয়ে একটি মহিলার সঙ্গে কিছু আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু পরে দেখলাম বই পড়ার জন্যই তিনি 'চৌচির' পড়েছেন। অবশেষে আমিই হার মানলুম। নারীকে যে আপনি শ্রদ্ধা করতেন তা আমি জানতুম, ফাতেমা খানমের কাছে আপনার কথা অনেক আগে শুনেছিও। তার পরেই আপনার লেখার ধারা বদলে যেতে দেখে আমি একটু দুঃখিত হয়েছিলাম। 'আলোকলতা' আর 'একটি সকাল' পড়ে আমার মনের আঁধার অনেকটা কেটেছিল। প্রথম আপনার একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা 'প্রাতিকা' পত্রিকায় বেরোয় এই লেখাটাই আমাকে আপনার লেখার দিকে আকর্ষণ করে। তখন আমার স্বামী বেঁচে, আপনার লেখাটা পড়ে আমি হাসছিলুম, সেদিনও আলোচনা করবার কেউ ছিল না। উনি শুধু বলেছিলেন 'বইয়ের ভূত ঘাড়ে চেপেছে তাই হাসছো, রাগ করছো একলাই' তাই সই [...]।

[সুফিয়া]

পত্র ৭ : মাহবুব-উল আলমকে

[কলিকাতা]
২৫.৭.১৯৩৭

দাদু,

আপনার চিঠি পেয়েছি কাল। অনেকদিন চিঠি না পেয়ে ভয় হয়েছিল—বুঝি আপনিও আমাকে সইতে পারলেন না। সাহস হয়নি তাই আর চিঠি লিখতে। কত যে শান্তি পেলাম আপনার চিঠিখানি পেয়ে। [...]

ভাবীর কি হ'ল? ছেলেমেয়ের খবর পেলাম। মেয়ের বিয়ে কি শিগগীর দিতে চান? আমার মেয়ে ত এই ২রা আগস্ট ১১ থেকে ১২-এ পড়ল। জীবনের সংকট-সময় কি ওরও আরম্ভ হল? কি করে কি করব আমাকে বলুন! [...]

[সু]

পত্র ৮ : আবুল ফজলকে

[কলিকাতা]
৮/৮/৩৭

[...] কাল দুপুরে আপনার চিঠি পেয়ে কত খুশী হয়ে উঠেছিলাম। পড়ে আবার ততখানিই কষ্ট পেলুম। খামখাই আমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আপনি খুলনায় থাকলেও যা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাটগাঁ থাকলেও তাই। তবুও মনে হচ্ছে চিরদিনের মতই বুঝি আপনি দূরে চলে গেলেন। আর জীবনে কখনো দেখা হবে না। কী জানি এই কথাটাই আমার বার বার মনে হচ্ছে—বোধ হয় আমি অতিমাত্রায় স্বার্থপর, তাই। এখানে থাকলে তবুও মনে হত একদিন আপনি আসবেন, দেখা হবে। কথা কয়ে আমি বাঁচব, সত্যি বেয়াই একটুও এ অতিরঞ্জন নয়। দুর্ভাগ্যের দুয়ার দিয়ে আমি অনেকের বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করলুম, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়, কিন্তু মনে একটু কুণ্ঠা একটু দ্বিধা আজো তাদের কাছে রয়েছে। একেবারে অকপট হতে আমাকে দেয়নি। শুধু আপনারই কাছে অকপট বিনা দ্বিধায় আমি আমার মনের আবরণ উন্মোচন করতে পেরেছি। কথা বলে আমি আনন্দ পেতাম, দেখা হলে খুশী হতাম, লজ্জা ভয় কুণ্ঠা আপনার কাছে আর এতটুকুও রাখিনি, বোধ হয় দরদী মন দিয়ে তা আপনিও বুঝতে পেরেছিলেন। আজ আমি একেবারে নিঃসঙ্গ মনে করছি, কথা বলবার আর যেন লোক নেই। তাই ভারী কান্না পাচ্ছে।

[সুফিয়া]

AMARBOI.COM

পত্র ৯ : মাহবুব-উল আলমকে

[কলিকাতা]
২০.৯.১৯৩৭

[...] আপনার বয়স চল্লিশ, আমার ঊনত্রিশ, এই আষাঢ়ের ১০ই থেকে ত্রিশে চল্‌ছি। শরীরটা যতদূর সম্ভব ভালো আছে। কিন্তু ভাল মন আমার বহুদিন থেকে অসুস্থ। কেন যে অসুস্থ আপনি তো তা বুঝতে পেরেছেন, কি পারবেন। তাঁদের পরিবারে আমি দলছাড়া, সব আরবী ইরানীদের মধ্যে আমি বাঙালী। ছোটকাল থেকে রান্না, ঘরকন্না, সেলাই সূক্ষ্ম কাজ শেখানো হয়েছে, লেখাপড়া তার সিকি অংশ শেখান হয় নি। [...]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদৃষ্টের উপর রাগ করে লোকে বিষ খায়। রাগ বিরাগের অতীত—ক্ষতি যা আমারই হয়েছে। আমি রাগ করে কোনদিন কারুর ক্ষতি করিনি এইটুকু পরম সান্ত্বনা, কিন্তু মান অভিমান করে নিজেকে যে কত রূপে বঞ্চিত করেছি ও করছি তার ইয়ত্তা নেই। [...] লেখা চেয়েছেন। যদি আমি কিছু নাই লিখতে পারি? কেন মনে হচ্ছে এইবার লেখা আমার শেষ হয়ে এল। প্রায় মাসখানেক একটা লাইনও আমি কিছু লিখিনি। [...] বেঁচে থাকার ইচ্ছা মোটেই নেই দাদু—অতি সত্য কথা। এ মুহূর্তে মরণ এলে আমি মরে বেঁচে যেতাম। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি—আমি যে বেঁচে আছি—অতি রূঢ় হয়েই আমার চোখে পড়ে—আর যাঁরা আছে তাদেরকেও জানিয়ে দেই রূঢ় ভাবে।

ইতি
স্নেহের সু

পত্র ১০ : পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব এ টি এম মোস্তফাকে

AMARBOI.COM

ঢাকা
২১.৭.১৯৬৪

[...] 'খাদেমুল এনছান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রব সাহেবকে আপনি ভালো মতোই চেনেন। সরকার থেকে তাঁর সেবাধর্মের জন্য কিছু সাহায্য তাঁর এই বয়সে দেবার অঙ্গীকার আছে। [...] এখন তাঁর সাতটি সন্তান নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে আছেন। বড় ছেলেটি বি.এ. অনার্স নিয়ে পড়ছে ও এই পরীক্ষার সময় অর্থাভাবে হোস্টেলের খরচা ও পরীক্ষার ফি না দিতে পারায় বাধ্য হয়ে বাড়ী চলে গেছে। দ্বিতীয় ছেলেটিও কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে বাড়ী চলে গেছে। একটি পরিবার দারুণ অর্থাভাবে দিন দিন ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে অনুরোধ জানাতে আমি আর বেশি কি লিখতে পারি আপনাকে। আপনি নিজেই বিবেচনা করতে পারবেন—আপনি নিজেই হৃদয়বান মানুষ। যা কিছু করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীগগীর না করলে একটি পরিবার শেষ হয়ে যেতে আর বেশি বিলম্ব হবে না। [...]

[সুফিয়া কামাল]

পত্র ১১ : অজ্ঞাতনামা অনুরাগীকে

৬৫৮-এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
রাস্তা ৩২, ঢাকা-২
২৮.২.৭০

কল্যাণীয়েষু,

আপনার ১৬.২.৭০ তারিখের চিঠি 'বেগম' থেকে গতকাল আমার হাতে এসেছে। এর আগে আমি আপনার কোনো চিঠি পাই নি।

আপনার চিঠি পেয়ে আন্তরিকভাবে আপনাকে সহানুভূতি জানাই। এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও যে আপনি লেখাপড়ায় অগ্রসর হয়ে নিজের আত্মাকে উন্নত এবং পরিবারের উপকার করতে চেষ্টিত আছেন, সে জন্যও আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুন, এই দোয়া করি।

আমার হাতের লেখা অত্যন্ত কদর্য্য, এইজন্য কারুর কাছে চিঠিপত্র লিখতে বড় কুণ্ঠা বোধ করি। তবে আপনাকে চিঠি লিখতে আমার মনের স্নেহাশিষ দিয়ে লিখছি, এ জন্য আমি অকুণ্ঠিতা।

আপনার শখও অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর। আপনার এই সংগ্রহ এককালে হয়ত ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে পড়বে। আশাকরি আরও নতুন নতুন সংগ্রহে আপনার সঞ্চয় ভরে উঠবে।

আপনাকে আল্লাহ্ নিরাময় করুন—এও দোওয়া করি। মনকে প্রফুল্ল রাখবেন, একদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্য দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা পূরণ করে দেন। আমার স্নেহাশিষ রইল।

সুফিয়া কামাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র ১২ : 'সমকাল'-সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের স্ত্রী নার্গিস জাফরকে

[ঢাকা]
৯.১.৭৬
রাত-৮টা

আমার বৌমা,

তোমার চিঠি পেলাম। ইচ্ছা হয় যে ঘন ঘন চিঠি পাই ও লিখি। কিন্তু তা হয় না। দুনিয়াটা এত জটিল—এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছে, এত কঠোর ও কষ্টকর জীবনযাপন করতে হচ্ছে যে সামান্য আশা আনন্দও পূর্ণ হয় না। তোমার শমুকে নিয়ে এখন তোমার জীবন ও মরণ ও ওর স্থিরতা কবে হবে, আর কবে যে তুমি একটু নিশ্চিতভাবে নিজে চলতে পারবে তা আমিও ভাবি। মা গো, সারা জীবন তুমি চাকরী করবে এ কথা তোমার মনে আজ আসছে, আমার মনে অনেকদিন এ কথা উঠেছে, শেষ পর্যন্ত তুমি কী করবে? স্বামীর কাছে কী পেয়েছ না পেয়েছ—আজ তার কোনো হিসাব নেই। সন্তানকে নিয়েও যে তুমি তার কাছ থেকে কী পাবে, কী করে সারা জীবনটা কাটাবে আমি তা ভাবি। আরও ভাবি—তুমি কি কখনও কারুর হাত তোলা নিয়ে খুশী হতে পারবে? কিন্তু বাকী যে জীবন তারই সঞ্চয় তোমার কী আছে? এটুকু শুধু ভরসা করি যে আল্লাহ তোমাকে আর দুঃখ দিবেন না, তোমার সুকর্ম্মের ফলে তোমাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। এই আশা ও আন্তরিক প্রার্থনা আমার।

সেলিম আমার কাছেও বলেছে যে 'সমকাল' আবার হাসানের মাধ্যমে প্রকাশিত করবে, কিন্তু ব্যয়ভার ও দায়ীত্ব কে নেবে তা সঠিক বলতে পারল না। প্রেস ত তোমার। তোমাকে ওরা কী দিবে? এ বিষয়ে তুমি দেশে না এলে ওরা কী করবে তা বুঝতে পারছি না। হাসানেরই বা এত দিন কোনো চাকরী হচ্ছে না কেন তাও বুঝি না। নূরজাহান খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছে তাকে পরশু দেখতে গেছিলাম, এখন ভালোর দিকে, ওখানে হুমায়ুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে দেখা হল। তোমার কথা কত হল। কার্ড পেয়েছে, লুলুও পেয়েছে। ঢাকায় বিয়েশাদীরও কম নেই মরণও কম নেই। মিসেস সেলিমা আহ্‌মদের শ্বশুর মারা গেছেন উনি নাকি তাই ঢাকা এসেছিলেন, অনেক মহিলারা দেখা করেছেন, তুমি নেই তাই আমার ইচ্ছা থাকলেও দেখা করতে পারি নি। এখানে ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বাড়ছে জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বাড়ছে। জানি না কী কাণ্ড আবার ঘটবে। যাই হোক এবারে তোমার চিঠিতে সুসংবাদটী অত্যন্তই আরাম দিল—গৌরীর বিয়ের খবর শুনে এত খুশী লাগল। ভালোমতে আনন্দে উৎসবে ওর বিয়ে হল, ওরা যেন শান্তিতে প্রীতিতে জীবনযাপন করে আমি এই দোয়া করি। বেজায় শীত পড়েছে। তোমার খালু ও সবাই এখন ভালো। তুমি ভালো থাকো সোনা মা আমার, অনেক আদর নিয়ো। সন্ধ্যার সময় জয়নুল আবেদিনকে দেখে এলাম। তার ক্যানসার হয়েছে সন্দেহে আগামী সপ্তাহে লন্ডন পাঠাচ্ছে সরকারী খরচে, বৌ সাথে যাচ্ছে। বৌটীর কী কান্না। কী লিখব আর।

আদর নাও—
খালা আম্মা

AMARBOI.COM

হাজেরার মা চলে এসেছে আমার কাছে থাকবে। সে ভাত খেতে পায় না। যতদিন বাঁচবে আমার এখানে ভাত খেতে থাকবে। তোমার কথা খুব মনে করে।

পত্র ১৩ : মেয়ে সুলতানা কামালকে

সুফিয়া কামাল
৬৫৮-এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
সড়ক ৩২, ঢাকা-৫

ফোন : ৩১২৮০৩
৬-৩-৭৮
রাত সাড়ে ৮টা

লালা,

আমি এইমাত্র সোভিয়েট সেন্টার থেকে বিশ্ব মহিলা দিবসের সভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ করে এসে তোর চিঠি পেলাম। লুলু মিয়ার সাথে আমার দেখা হয় নি। সিমিনি লুলুর হাতে ১টা শাড়ী ২ ব্লাউজ ও শালটা আমাদের জন্য পাঠাবার জন্য দিয়েছে। আর ডেভিডের মারফত ১টা-শাড়ি, মালা আর টুলুর দেওয়া একটা বেত-এর ঝুরি পাঠানো হচ্ছে। পেয়ে যদি একটা খবর দিতে পারিস আমরা নিশ্চিন্ত হব।

সিলেট ও আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপার ক্রমেই দূরান্তের ব্যাপার হচ্ছে। সিলেট আমি ১০/১১ তারিখ যেতে চেয়েও পারলাম না কেননা ঢাকায় নানা স্কুল কলেজে নানা সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে, আর আমাকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে। বৌমার সাথে কুমিল্লা চাটগাঁও খুব আরাম ও আনন্দের সফর হল। গতকাল খসরু আবার জিঞ্জিরায় রোহিতপুরএ একটা পাঠাগার উদ্বোধন করতে কামরুল, জয়েনউদ্দীন ও আমাকে নিয়ে গেছিল। সন্ধ্যা ৭টায় ফিরেছি। ভাবীও বাড়ীভাড়ার ব্যাপারে সিলেট যাওয়া পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন তোরা ফিরে এলে ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। ১০০ টাকার কোনো কথা নয়, আমি ভেবেছিলাম টিকিট করা আছে তোর কাছে। যা হোক—যখন যাব তখন সব ঠিক হবে।

AMARBOI.COM

এখন শামীম বলছে যে আমার শরীর ভালো না, একা একা অতদূর আমেরিকা না গিয়ে শাব্বীররা এলে তাদের সাথে যাওয়াই ভালো। শাব্বীর [কে]ও তাইই লিখে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। মোরাদ ২৫ তারিখ এসে গতকাল চলে গেছে। ৯০০ টাকার আংটি ও সাড়ে ৫০০ টাকায় সুন্দর শাড়ী কিনে রেখে গেছে। যেদিন উদ্দীন সাহেব সময় দিবেন সেই দিন গিয়ে কথা বলা হবে। এইসব নানা কারণেও সিলেট যাওয়ার ব্যাপারে দেরীই ছিল। এখন তোরা ভালো ভালোয় শিলং গিয়ে পৌঁছে ফিরে আসবি এই দোওয়া করি। আমার খুব ভালো লাগছে যে তুই শিলং যাচ্ছিস। আভা সিমিন টুলুরা ভালো আছে। শামীমও ভালো। শামীমের জন্য এখন আমার ভাবনা হয়, ও সঙ্গীহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথীহীন হয়ে দিন দিন আরও ক্ষেপে উঠছে যেন। আল্লাহ রহম করুন। দেখা হবে যখন তোর সাথে অনেক কথা বলব। ভাবনার বা খারাব কিছু নয়। তবে আমি মা ত, তোদের জন্য বুকটা হা হা করেই। আমার অনেক আদর চুমু নিবি।

মা—

পত্র ১৪ : সাঈদা কামালের মেয়ে দৌহিত্রী তিয়া সারজিলকে

ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৫-৯-৮৫
সন্ধ্যা ৭টা

আমার নানু মণি—আমার তিয়া মণি—
আমার সুখুনটা—আমার দুখুনটা—

আজ বিকালে তোমার সুন্দর, খুব সুন্দর চিঠিটা পেলাম। আম্মুরটাও। সকালে লুলু সোমবার জার্নাল সেও তোমাদের চিঠি পেয়েছে। কত যে ভালো লাগল। খুব পড়ালেখা করছ। আমার কত আনন্দ ও আশা নিয়ে বসে আছি। আমার মানিকটা তুমি আরও চিঠি লিখবে, কেমন? সবাই আমরা ভালো আছি। বিড়ালরাও ভালো। রহিমা, সালেক, নূরুর মা সবাই ভালো। মামী, শমু ভাই, ডোরা—সবাই আমাকে খুব যত্ন করছে। অর্চি আর সবাই তুমি নেই এখানে তাই আসে না। হেনা বুড়ী খালারাও ভালো আছে। তোমাকে আদর জানাচ্ছে সবাইই। তুমি কত ভালো তা সবাইই বলছে। আম্মুর কথা শুনে সবাই খুশী হয়েছে। আর মামা ত তোমার চিঠি পেয়ে কত যে খুশী হয়েছে তা আর বলা যায় না। তুমি সবার আদর চুমু নাও। চিঠি লিখো।

নানু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমন্ডির বাসায় নাতনি দিয়াকে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছে সুফিয়া কামাল

পত্র ১৫ : মেয়ে সাঈদা কামালকে

১৬-৯-৮৫
বিকেল ৪টা

টোলন,

কাল বিকালে চিঠি পেয়ে অনেক ভালো লাগল। সনজিদা কালকে ভোরে যাবে। আমার হাতঘড়ি ও টেবিলঘড়ি পাঠালাম। ব্যাটারী পেলাম না। সেলিমকে ভাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখনও নাকি অফিসারের সাথে কথা হয় নি। তবে ভাবী বলছেন—সেলিমকে বলার জন্য তাগাদা দিবেন। হয় ত হয়ে যাবে। জানি না আমার কিছু করার আছে কি না।

আলভী ২ দিন এসেছিল। আবার যদি আসে চিঠি লিখতে বলব। কাল সকালে লুলু ফোন করেছিল। ওরা ভাল। সামনের মাসের ৪/৫ তারিখে হয় ত আসবে। নানুকে নিয়ে যে নিশ্চিন্ত আছ তাই শোকর। মাছ-টাছ পাওয়া যায় কী? কী খাও আর ঘরের ব্যবস্থা কী হল জানতে চাই। এই চিঠি এখন রহিমের পিয়ন সনজিদার বাড়ীতে নিয়ে যাবে। রহিম-এর গাড়ী অচল হয়ে আছে—নয় ত রহিম যেত। চিঠি পেয়েই চিঠি দিয়ো। নানুর চিঠিতে 'য়' বেশী আছে। তোমার বন্ধু মণি কাল এসেছিল। ওর একটী মেয়ে মরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। আবারও **বাচ্চা হবে**। একটু বেশ মোটা হয়েছে। শীতের কাপড় **তোমার আছে** ত? আদর রইল।

মা

পত্র ১৬ : মেয়ে সুলতানা কামালকে

সুফিয়া কামাল
৬৫৮-এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
সড়ক-৩২, ঢাকা-৫

ফোন : ৩২৫৭৬৭
২৯-১-৯০

লোলন।

আমার আগের চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। আমি গতকাল ৬টায় বরিশাল থেকে ফিরেছি। শামীম ও বৌমা সাথে ছিল। ২৩ তারিখ বিকালে রওয়ানা হয়ে রাত ১০টায় কুয়াশার জন্য চাঁদপুরে জাহাজ আটকে থাকল। ২৪ তারিখ ১২টার পর কুয়াশা কমলে বরিশাল রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা ৬টায় বরিশাল পৌঁছেছে। পথে খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হয় নাই। কিন্তু বরিশালের মানুষরা মাঘের শীতে খোলা আকাশের নীচে বসেও প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দেখতে পায়নি এটাই দুঃখ। ২৭ তারিখ ৩টায় রকেটে রওয়ানা হয়ে রাত তিনটায় ঢাকা এলাম। রঞ্জু বরিশালেও ফোন করেছিল। সিলেটের সবাই ভালো।

সবই হচ্ছে—কিন্তু শাব্বীরের কোনো চিঠিপত্র ৩ মাস যাবত পাচ্ছিনা। ফোনও করে না। চিঠি দিলাম। ফওজিয়ার হাতে চিঠি দিলাম কোনো উত্তর নাই। মন খুব অস্থির থাকে। একজন আমেরিকা, একজন হংকং, একজন চাটগাঁ, একজন সিলেট, আমি কোথায় আছি—আল্লাহ্ জানেন। এতদিন হয় ত তুমিও বুঝতে পারছ যে আপনজনকে দূরে রেখে খাওয়া শোওয়া, আনন্দ উৎসব কত অসার।

১৫ জানুয়ারি ঝুনুর মা ইন্তেকাল করেছেন। সেই দিনই বগুড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৩ তারিখ সকালে জোবেদা খানমকে আমি দেখে বরিশাল গেলাম—২৭ তারিখ শুক্রবার সেও চলে গেছে। ক্যান্টনমেন্ট গোরস্থানে তার মাটি হয়েছে। খাদিজা খাতুনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লিনিকে শেষ অবস্থায় আছেন। কালকে জোবেদার শোকসভা হবে শিশু একাডেমীতে, আমি যাব।

তুমি কবে একবার দেশে আসবে? দুলুদের ট্যুরে যাওয়া হবে না। পর্যটন থেকে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। মার্চ্চ-এ আর একটা দল যাবার কথা আছে। জানি না কে কোথায় যাবে। বরিশালে ২/৩ শত মানুষ সম্মেলনে ছিল। আর সারা দেশশুদ্ধ মানুষ গান শুনল। কিন্তু নওয়াবজাদাদের বাড়ী [র] কেউ আসে নি। তুমি এলে বৌমার মুখে গল্প শুনবে। আমি ভালো আছি। অনেকদিন দেখছি না। আল্লাহ নেগাহবান থাকুন।

মা

পত্র ১৭ : 'মুক্তধারা'র চিত্তরঞ্জন সাহাকে

[ঢাকা]
[?. ১. ১৯৯৩]

কল্যাণীয় চিত্তবাবু

আপনার ১০.১.৯৩ চিঠিটা পেয়ে আমি খুশী হয়েছি এই ভেবে যে এখনও আপনি আমাকে মনে করেন।

আমি ত প্রাচীনকালের লেখিকা—এখনকার কালে আমার লেখা আর মানুষে পড়বে কি না জানি না। তবুও লিখে যাচ্ছি। আজকাল বেশি লেখাপড়া করতে পারি না, বয়স হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি ও হাতের ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

একটা লেখা পাঠালাম মনোমত হবে কিনা জানি না। আপনার কথা সর্বদাই মনে করি। সুস্থ থাকুন। নিরাময় হোন। দীর্ঘায়ু জীবনে আপনার অনেক কর্ম এখন সমাপ্ত করবেন, আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি। বৌমাকে শুভেচ্ছা জানাবেন।

ইতি
সুফিয়া কামাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফিয়া কামালকে লেখা

পত্র ১ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। যাবার আর সমস্ত সুবিধাই আছে কেবল শরীরটা হর্ত্তাল করে বসে আছে, তার চলাফেরা বন্ধ। সংবাদপত্র থেকে মাঝে মাঝে খবর পাই যে আমি নানা সভাসমিতিতে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত—তার থেকে বুঝতে পারি আমার খবর অন্যেরা আমার চেয়ে বেশি জানে। যাই হোক খবরের কাগজওয়ালারা যাই বলুন আমি খুব বিশ্বস্ত সংবাদদাতার কাছ থেকে খবর জানি যে রবীন্দ্রনাথের শীঘ্র কলকাতা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তুমি রেঁধে খাওয়াতে চেয়েছ সেই কথাটি আমি এই দূরে থেকেও মনে রাখব। তুমি ভুলবে বলে আশঙ্কা করছি। ইতি ৬ই জানুয়ারি ১৯২৯

AMARBOI.COM

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

বেগম সুফিয়া এন. হোসেন
C/o বেনজীর আহ্‌মদ
৬৩ নং কলিন স্ট্রীট, কলকাতা

ওঁ

শান্তি নিকেতন

কল্যাণীয়া সুফিয়া

তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থান উর্ধ্বে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি

২/১২/৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ৩ : কাজী নজরুল ইসলামের লেখা

[ঢাকা-?]
[১৯২৬?]

[...] মোতাহেরা বানু লিখছে। তুমিও লেখ। আমি কলকাতায় আছি। তুমি সেখানে সওগাত পত্রিকায় লেখা পাঠাও। কোন অসুবিধা হবে না। [...]

[কাজী নজরুল ইসলাম]

পত্র ৪ : কবি কাদের নওয়াজের লেখা

মুজদিয়া-শ্রীপুর
যশোর
২/১০/৭৫

স্নেহের ভগিনী,

আশা করি সপরিবার কুশল। অনেকদিন দেখা হয়নি। আর আমার তো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাই বলতে ইচ্ছা করে,

সন্ধ্যা, জীবনসন্ধ্যা আমার
স্বর্ণ সন্ধ্যা হোক
রবির কিরণ মিলাবার আগে
উঠুক চন্দ্রালোক।

আপনি বয়সে আমার ছোট। স্বাস্থ্য সতেজ হউক শতায়ু তোমার—বলেই শুভাশীষ দেই। পত্রবাহক জনাব আজিজুল হক (ইবনে আজিজ) আমার সোদরপ্রতিম সাহিত্যিক বন্ধু এবং সুসাহিত্যিক। বর্তমানে শ্রীপুরে তিনি সাব-রেজিস্ট্রার। গ্রামবাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপকথা নামে তিনি বই বের করছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় অনেকগুলি লেখা বের হয়েছে। কিছু কিছু লেখা তিনি দেখাবেন। আমার অনুরোধ কবিতায় একটি আশীর্বাণী লিখে দেবেন। মনে পড়ছে, আপনাকে লক্ষ্য করে কবিগুরুর আশীর্বাদ—তোমার নামটি বানু, আমার নামটি ভানু।

যাই হউক দিন চলে গিয়েছে। ঢাকায় গেলে একবার দেখা করব। ইতি

আশীর্বাদক
কাদের নওয়াজ

পত্র ৫ : 'মুক্তধারা'র চিত্তরঞ্জন সাহার লেখা

২০.১০.১৩৯৯/২.২.১৯৯৩

বেগম সুফিয়া কামাল
বাড়ি নং-৬৫৮-এ
সড়ক নং-৩২
ধানমন্ডি
ঢাকা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শ্রীমতী সাহা ও আমার সশ্রদ্ধ আদাব জানবেন।

আপনার চিঠি ও সেসঙ্গে একটি কবিতা পেয়ে বিশেষ খুশি হয়েছি।

আপনার কাছ থেকে কবিতা পাব কিনা এ সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

এ বয়সেও অসুস্থতার মধ্যে আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আপনি লিখেছেন, "আমি তো প্রাচীনকালের লেখিকা। এখনকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে আমার লেখা আর মানুষে পড়বে কিনা জানি না। তবুও লিখে যাচ্ছি। আজকাল বেশি লেখাপড়া করতে পারি না। বয়স হয়েছে। দৃষ্টিশক্তি ও হাতের ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।"

আধুনিককালে কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু প্রাচীনকালের কবিতার মধ্যে গভীরতা ছিল অনেক বেশি। সেজন্যই প্রাচীনকালের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন..., রজনীকান্ত সেন, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল প্রমুখদের কবিতা মানুষের মনে অনেক বেশি দোলা দেয়।

আপনার পাঠানো কবিতা আমরা পরম শ্রদ্ধা ও গভীর আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছি এবং আগামী সংখ্যা সাহিত্যপত্রে কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সেটি প্রথমে স্থান পাবে।

শ্রীমতী সাহাসহ আমাদের পরিবারের সকলেই সবসময় আপনার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

সাহিত্যমোদী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যখনই আপনার প্রসঙ্গ উঠে তখন সমাজপ্রগতিতে ও নারী আন্দোলনে আপনার অতুলনীয় মহান ভূমিকার কথা আলোচিত হয়। সমাজের এ অবক্ষয় এবং নারী নির্যাতনের দিনে আপনার বেঁচে থাকার ও জাতিকে দিক-দর্শন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি বলে সকলের সাথে আমরাও মনে করি।

পরিশেষে পরম করুণাময়ের কাছে আপনার সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

গভীর শ্রদ্ধাসহ
বিনীত
চিত্তরঞ্জন সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র ৬ : গৌরী আইয়ুবের লেখা

বোম্বাই হাসপাতাল, ৬০২
২৯/১০/৯৩

খালাম্মা
শ্রীচরণেষু,

মনে মনে তো সব সময়েই আছেন তবু অনেকদিন যে খোঁজখবর নিইনি সে কথাটা তিনচার দিন আগে এখানকার কাগজ পড়তে পড়তেও মনে হল। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা যাতে পূজা ঠিক মতন উদযাপন করতে পারে, ঘটপূজা করে না সারে সেজন্য আপনার উদ্যোগে আপনার বাড়িতে সভা হয়েছে লিখেছে। দেখে ভাবলাম এই বয়সে এই স্বাস্থ্যে আপনি তো আপনার কর্তব্য ঠিকই করে চলেছেন। অথচ মাঝে মাঝে একটা যে চিঠি লিখব সেটুকুও সবসময় পারি না। সেজন্য আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি।

আমি তিন দিন হল হাসপাতালে এসেছি। বোম্বাই এসেছি আরো দেড় মাস আগে। আসার পর থেকেই আবার আমার জানুসন্ধি পরিবর্তনের দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি চলছিল। একবার তো বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেছি, আবার আগামীকাল দ্বিতীয়বার বাঘের মুখে ধরা দিতে হবে। দেখি এবার কি হয়। যদি সেরে উঠি তাহলে সুতপার সঙ্গে যোগাযোগ করবো, এবার ঠিকানা নিয়ে এসেছি।

তেরোই মার্চ যেদিন বোম্বাইয়ে ১৪ জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল সেদিন আপনার ছেলে সন্ধ্যাবেলায় এক অসুস্থ সেতারশিল্পীকে নিয়ে আমার কলকাতার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সে কথা আপনাকে বলেছিলেন কি? সেদিন আপনাদের সবার খবর বিস্তৃত পেয়েছিলাম। টুলু কি এমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে? তিয়া কেমন আছে? লুলুদের (ওর মেয়ের গলায় "গানের ভেলায় বেলা অবেলায়"—কানে লেগে আছে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোম্বাই আসার কোনো সম্ভাবনা যদি হয় তবে যেন একবার এখানে খোঁজ করে। আমি সেরে উঠলেও ফেব্রুয়ারির আগে কলকাতা ফিরতে পারবো বলে ভরসা হচ্ছে না। নীচে ঠিকানা দিলাম।

দিন পনের আগে তসলিমার প্রাণদণ্ডের হুমকির কথা কাগজে দেখে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে গৌরকিশোর ঘোষকে লিখেছিলাম আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? তারপরে মনে হয়েছিল যে পশ্চিমবাংলা থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটলে আবার না হিতে বিপরীত হয়। জামাতে ইসলামী যাই বলুক আমার মনে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধির উপর অনেকটা আস্থা আছে। কারণ এখনও পর্যন্ত তসলিমা তো ওখানে বসেই লিখতে পারছে, এতগুলি কাগজে তার লেখা তো প্রকাশিত হচ্ছে। অবশ্য সেইসঙ্গে অন্য ভয়টাও হতে থাকে যে কখন না কোনো মাথাগরম 'ধার্মিক' পুণ্য অর্জনের জন্য ঐ 'হতভাগিনী'র প্রাণটি নেয়। ওকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এত হৈ চৈ না করলেই তার এবং তার দেশেরও উপকার হত।

AMARBOI.COM

জাহানারার জন্যও খুব ভাবনা হয়। কেমন আছে সে? যাই হোক আজ এখানেই শেষ করবো। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। স্নেহাস্পদদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

প্রণতা গৌরী

C/o Dr. Pushan Ayyub
Material Service Section
Tata Inst. of Fundamental Research
Homi Bhabha Road
Bombay 400005
Phone (Res) 2189619

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনপঞ্জি

১৯১১ জন্ম : ২০ জুন, সোমবার
জন্মস্থান : রাহাত মঞ্জিল, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল
পৈতৃক নিবাস : সিলাউর, কুমিল্লা
পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী
মাতা : সৈয়দা সাবেরা খাতুন

১৯১২ : ইসমে আজম জপ করতে গিয়ে সুফিমতাবলম্বী পিতা সৈয়দ আবদুল বারীর চিরতরে গৃহত্যাগ।
১৯১৮ : কলকাতায় বেগম রোকেয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।
১৯২৩ : মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে। শায়েস্তাবাদ থেকে বরিশাল শহরে গমন। বরিশাল থেকে প্রকাশিত *তরুণ* পত্রিকায় সুফিয়া এন হোসেন নামে প্রথম লেখা *সৈনিক বধূ* (গল্প) প্রকাশ। কবি কামিনী রায়ের বরিশাল আগমন। সুফিয়া এন হোসেনের বাসায় এসে লেখার জন্য উৎসাহ প্রদান।
১৯২৫ : বরিশাল মাতৃমঙ্গল-এর একমাত্র মুসলিম সদস্যা হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ। মহাত্মা গান্ধীর বরিশালে আগমন, নিজ হাতে চরকায় সুতা কেটে প্রকাশ্য জনসভায় গান্ধীজির হাতে তুলে দেন।
১৯২৬ : *সওগাত* পত্রিকায় প্রথম লেখা (কবিতা 'বাসন্তী') প্রকাশ। প্রথম কন্যাসন্তান আমেনা খাতুনের (দুলু) জন্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৭ : নজরুলের দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কাছে পত্র প্রেরণ।

১৯২৮ : পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক কুসংস্কার উপেক্ষা করে প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা হিসেবে বিমানে উড্ডয়ন। এ জন্য পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়া কর্তৃক অভিনন্দিত।

১৯২৯ : বেগম রোকেয়ার আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম-এর সদস্য হিসেবে কাজ শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে কবিতা প্রেরণ। কবিগুরুর আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। কবি কর্তৃক *গোরা* উপন্যাস উপহার প্রদান।

১৯৩০ : *সওগাত*-এর প্রথম মহিলা সংখ্যায় ছবিসহ লেখা প্রকাশ।

১৯৩১ : ইন্ডিয়ান উইমেন্স ফেডারেশন-এর প্রথম মুসলিম মহিলা সদস্য মনোনীত।

১৯৩১ : স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকালমৃত্যু।

১৯৩৩ : কলিকাতা করপোরেশন স্কুল-এ শিক্ষকতা শুরু (১৯৩৩—১৯৪১)।

১৯৩৭ : প্রথম গল্পগ্রন্থ *কেয়ার কাঁটা* প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর আলমোড়া থেকে কবিতায় কবিগুরুর প্রত্যুত্তর।

১৯৩৮ : প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* প্রকাশ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে *সাঁঝের মায়া* গ্রন্থটি উপহার পাঠালে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদপত্র লাভ। ভূমিকা লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯৩৯ : চট্টগ্রামের কামালউদ্দীন খানের সঙ্গে বিয়ে।

১৯৪০ : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ছেলে শাহেদ কামালের (শামীম) জন্ম।

১৯৪১ : মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের মৃত্যুবরণ।

১৯৪৩ : ছেলে আহমেদ কামালের (শোয়েব) জন্ম। বর্ধমানে নারীনেত্রী মণিকুন্তলা সেনের সঙ্গে পরিচয়।

১৯৪৪ : ছেলে সাজেদ কামালের (শাব্বীর) জন্ম।

১৯৪৬ : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ-এ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা। এ সময় দাঙ্গাবিরোধী কর্মকাণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

দাঙ্গার পর মোহাম্মদ মোদাব্বের, শিল্পী কামরুল হাসান, তাঁর ভাই হাসান জান ও অন্যান্য মুকুল ফৌজ কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজিবিশন পার্কে (পার্ক সার্কাস) রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল নামে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির স্কুল চালু।

১৯৪৭ : দেশ বিভাগের আগে বাংলা ভাষায় মুসলমানদের প্রথম মহিলা সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা *বেগম*-এর প্রথম সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ।

দেশ বিভাগের পর স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় আগমন। ঢাকায় প্রখ্যাত মহিলা নেত্রী লীলা রায়, জুঁইফুল রায় ও আশালতা সেনের সঙ্গে পরিচয়। তাঁদের সঙ্গে শান্তি কমিটির কাজে যোগদান।

১৯৪৮ : পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির সভানেত্রী মনোনীত।

১৯৪৯ : জাহানারা আরজুর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় *সাপ্তাহিক সুলতানা* প্রকাশ।

১৯৫০ : মেয়ে সুলতানা কামালের (লুলু) জন্ম। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ।

১৯৫১ : *মায়া কাজল* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। ঢাকা শহর শিশু রক্ষা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৫২ : ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকায় মহিলাদের সংগঠিত করে মিছিলের আয়োজন। মিছিলে নেতৃত্বসহ সামগ্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের কার্যনির্বাহী কমিটির সহসভানেত্রী নির্বাচিত। মেয়ে সাঈদা কামালের (টুলু) জন্ম।

১৯৫৪ : 'ওয়ারী মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৫৫ : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে প্রথম মহিলাদের ঘেরাও আন্দোলন।

১৯৫৬ : দিল্লিতে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। তাঁর ঢাকার তারাবাগের বাসভবনের আঙিনায় অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় শিশুসংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৭ : *মন ও জীবন* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৫৮ : *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৫৯ : বাফা (বুলবুল ললিতকলা একাডেমি) পুরস্কার লাভ।

১৯৬০ : সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি গঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসের নাম রোকেয়া হল করার প্রস্তাব পেশ।

১৯৬১ : ছায়ানট সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এবং এর সভানেত্রী নির্বাচিত। পাকিস্তান সরকারের তম্‌ঘা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার লাভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬২ : কাব্যসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ।

১৯৬৩ : আততায়ীর হাতে ছেলে আহমদ কামালের (শোয়েব) মৃত্যু।

১৯৬৪ : বেগম ক্লাব পুরস্কার লাভ। *উদাত্ত পৃথিবী* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৫ : *ইতল বিতল* (শিশুতোষ) ছড়াগ্রন্থ প্রকাশ। নারী কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী নির্বাচিত। পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৬৬ : *দীওয়ান* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। মস্কোয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উৎসবে যোগদানের উদ্দেশে প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন। *সাঁঝের মায়ায়* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৬৭ : *কেয়ার কাঁটায়* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৯৬৮ : *সোভিয়েটের দিনগুলি* (ভ্রমণকাহিনি) প্রকাশ।

১৯৬৯ : *অভিযাত্রিক* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। মহিলা সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত। আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকায় মহিলাদের সমাবেশে সভানেত্রীত্ব ও মিছিলে নেতৃত্ব দান। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তমঘা-ই-ইমতিয়াজ প্রত্যাখ্যান।

১৯৭০ : সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানসূচক লেনিন পদক লাভ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গঠন ও সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বাংলায় ত্রাণ বিতরণে নেতৃত্ব। *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৭১ : মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকায় মহিলাদের সমাবেশ ও মিছিলে নেতৃত্বদান। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার ধানমন্ডির নিজ বাড়িতে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান। পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ভীতি ও মানসিক নির্যাতন উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ। বড় মেয়ে দুলুর স্বামী আবদুল কাহ্হার চৌধুরীর মৃত্যু। পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর দান প্রস্তাবের বিরোধিতা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভায় সভানেত্রীত্ব। *একাত্তরের ডায়েরীর* পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

১৯৭২ : *মোর যাদুদের সমাধি 'পরে* কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হিসেবে বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর। দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা গঠন ও সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন।

১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক নারী দশক উপলক্ষে জাতিসংঘ সমিতির অনন্যা নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদক লাভ। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে *মোর যাদুদের সমাধি 'পরে* কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Where my darlings lie buried* প্রকাশ।

১৯৭৬ : *স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন* প্রকাশ। বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক ও লেখিকা সংঘের নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী পুরস্কার লাভ।

১৯৭৭ : স্বামী কামালউদ্দীন খানের মৃত্যু। নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক ও শেরেবাংলা জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

১৯৭৮ : কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ। পারিবারিক উদ্যোগে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমন।

১৯৮১ : *নওল কিশোরের দরবারে* কিশোর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ। চেকোস্লোভাকিয়ার সংগ্রামী নারী পুরস্কার (চেকোস্লোভাকিয়া ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন পুরস্কার; বিশ্বের ১৬টি দেশের ১৬ জন সংগ্রামী মহিলাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়) ও ঢাকা লেডিস ক্লাব পুরস্কার লাভ।

১৯৮২ : রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত। মুক্তধারা মহিলা পুরস্কার ও ফুলকি শিশু পুরস্কার (চট্টগ্রাম) লাভ।

১৯৮৩ : বেগম জেবউন্‌নিসা মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার, কথাকলি শিল্পী গোষ্ঠী পুরস্কার ও পাতা সাহিত্য পদক পুরস্কার লাভ।

১৯৮৪ : মস্কো থেকে *সাঁঝের মায়ার* রুশ সংস্করণ—বলশেভনী সুমেরকী প্রকাশ।

১৯৮৫ : শহীদ নতুনচন্দ্র সিংহ স্মৃতিপদক (চট্টগ্রাম) ও কবিতালাভ পুরস্কার (খুলনা) লাভ।

১৯৮৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব পুরস্কার লাভ।

১৯৮৮ : বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত। রুমা স্মৃতি পুরস্কার (খুলনা) লাভ। *একালে আমাদের কাল* (স্মৃতিকথা) প্রকাশ। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ডের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে গমন।

১৯৮৯ : *একাত্তরের ডায়েরী* (স্মৃতিচারণা) প্রকাশ। জসীমউদ্‌দীন পদক (ফরিদপুর) লাভ। বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের মেম্বার অব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্র) ও ক্লাব অব বোস্টন (যুক্তরাষ্ট্র) সনদ লাভ।

১৯৯০ : ঐতিহাসিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কারফিউয়ের মধ্যে প্রতিবাদী মৌন মিছিলে নেতৃত্বদান।

১৯৯১ : মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের মুজিব পদক, বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব পদক ও অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বৌদ্ধ একাডেমি পুরস্কার (চট্টগ্রাম) লাভ। ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৯২ : ৮১ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা। *কেয়ার কাঁটার* তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ। লন্ডনের বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন '৯২-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান এবং বঙ্গজননী উপাধি লাভ। লন্ডনের ডা. বেণুভূষণ চৌধুরীর পিপল্স হেল্‌থ সেন্টার, 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক সংবর্ধনা। নারী কল্যাণ সংস্থার বেগম রোকেয়া পদক লাভ।

১৯৯৩ : কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের ৪০ বছর পূর্তিতে শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতিপদক লাভ।

১৯৯৫ : ফাদার অব দ্য নেশন পুরস্কার লাভ।

১৯৯৭ : বাংলাদেশ সরকারের রোকেয়া পদক লাভ।

১৯৯৮ : স্বাধীনতা পদক, দেশবন্ধু সি আর দাস স্বর্ণপদক ও রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার রজতজয়ন্তী সম্মাননা লাভ।

১৯৯৯ : ২০ নভেম্বর শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২৪ তারিখ বুধবার তাঁর ইচ্ছানুসারে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত।

[সংকলিত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

কেয়ার কাঁটা (গল্প : কলকাতা, ১৯৩৭)
সাঁঝের মায়া (কাব্য : কলকাতা, ১৯৩৮)
মায়া কাজল (কাব্য : ঢাকা, ১৯৫১)
মন ও জীবন (কাব্য : ঢাকা, ১৯৫৭)
উদাত্ত পৃথিবী (কাব্য : ঢাকা, ১৯৬৪)
ইতল বিতল (শিশুতোষ ছড়া : চট্টগ্রাম, ১৯৬৫)
দীওয়ান (কাব্য : সিলেট, ১৯৬৬)
সোভিয়েটের দিনগুলি (ভ্রমণ : ঢাকা, ১৯৬৮)
প্রশস্তি ও প্রার্থনা (কাব্য : ঢাকা, ১৯৬৮)
অভিযাত্রিক (কাব্য : ঢাকা, ১৯৬৯)
মৃত্তিকার ঘ্রাণ (কাব্য : ঢাকা, ১৯৭০)
মোর যাদুদের সমাধি 'পরে (কাব্য : ঢাকা, ১৯৭২)
স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন (কাব্যসংগ্রহ : ঢাকা, ১৯৭৬)
নওল কিশোরের দরবারে (শিশুতোষ ছড়া : ঢাকা, ১৯৮১)
একালে আমাদের কাল (আত্মজীবনী : ঢাকা, ১৯৮৮)
একাত্তরের ডায়েরী (দিনপঞ্জি : ঢাকা, ১৯৮৯)
মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয় (গ্রন্থ-সংকলন : ঢাকা, ২০০১) [অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ ১. *মোর যাদুদের সমাধি 'পরে*, ২. *একাত্তরের ডায়েরী*]
সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ (১ম খণ্ড : ঢাকা, ২০০২) [সাজেদ কামাল সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত]
মোর যাদুদের সমাধি 'পরে (সাজেদ কামাল অনূদিত), নিউইয়র্ক ১৯৭৫
সাঁঝের মায়া (কামা ইভানোভা অনূদিত), মস্কো, ১৯৮৪

[সংকলিত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~